www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

গান্ধিজীর সহযোগী
স্বাধীনতা সংগ্রামী
কিশোরীমোহন
নস্করের মুখোমুখি
আমরা
আগামী সংখ্যায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২২ শ্রাবণ – ২৮ শ্রাবণ, ১৪২২ ঃ ৮ আগস্ট – ১৪ আগস্ট, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 41, 8 August - 14 August, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রথম ভোরেই স্বাধীনতার সুর। ছিটমহল হস্তান্তরের ফলে বহু মানুষ অনুপ্রবেশকারীর আতঙ্ক ছেড়ে হলেন নির্ভেজাল ভারতীয়। বহুদিনের এক পাপের অবসান হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বদান্যতায়। শাপমুক্তি হল মনুষ্যত্বের।

রবিবার : নিম্নচাপের প্রবল বর্ষণ আছে, জোয়ার আছে, ব্যারেজের জলমুক্তি আছে। নেই খাল বিল নদী নালার গভীরতা, নেই নয়ানজুলি, নেই নিকাশি। ভাসছে শহর, ডুবছে গ্রাম। ভাসবে, আরও ভাসবে বাংলা।

সোমবার : আরও ডুবল বাংলা। বেহাল হচ্ছে পথঘাট। ত্রাণের জন্য হাহাকার। মৃত্যের সংখ্যা আরও বাড়ছে। সভ্যতার অভিশাপে প্রকৃতির মারে ত্রস্ত বাংলা।

মঙ্গলবার: আর পারলেন না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজনের। কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করে চলা সংসদে রোজই নাটক। সংসদ অচল করে দিব্যি যে যার কাজ সারছেন বেতনভুক সাংসদরা। শেষ পর্যন্ত মহাজনী ধাক্কায় কুপোকাৎ ২৫ জন কংগ্রেস সাংসদ। পাঁচদিনের জন্য সাসপেন্ড হলেন তারা।

বুধবার : প্রথমে ঘূর্ণিঝড়, তারপর নিম্নচাপ, প্রবল বর্ষণ। এই বৃষ্টিতেই মধ্যপ্রদেশের এক সেতুর উপর বেসামাল হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দু–দুটি ট্রেন। বারাণসীগামী কামায়নী এক্সপ্রেস ও মুম্বইগামী জনতা এক্সপ্রেস। প্রাণ গেল ২৫ জনের।

বৃহ স্পতিবার : বেশ কয়েকদিন ধরে কলকাতা হাইকোর্ট বয়কট চালিয়ে যাচ্ছিলেন আইনজীবীরা। বিপাকে বিচারপ্রার্থীরা। মূলত বিচারপতিদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন আইনজীবীরা। অন্যান্যবারের মতো এবারেও প্রধান বিচারপতির কড়া বার্তায় অবশেষে বয়কট ছেড়ে রণে ভঙ্গ দিলেন উকিলবাবুরা।

শুক্রবার : দুঁদে আইনজীবী কপিল সিব্বালকে এনেও শেষ রক্ষা হল না সারদা কান্ডে ধৃত রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্রের। নানা কৌশলে জেলের বাইরে থাকাটাই কাল হল তার। জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। চাপে মদনবাবু। চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

প্রবল বৃষ্টিতে বেসামাল জেলা

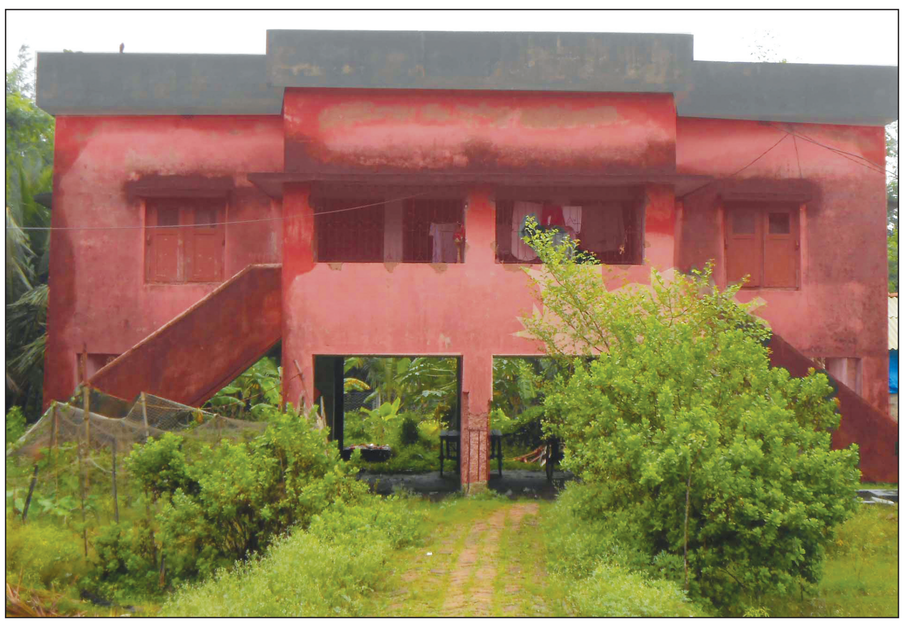

নামখানা ব্লকে এখন দুটি ফ্লাড সেন্টার। উপরের ছবিটি পুরোনো সেন্টারের যেটি পঞ্চায়েত অফিসের পিছনে অবস্থিত। কথা ছিল বন্যার সময় দুর্গতদের এখানে রাখা হবে। বাস্তবে কিন্তু এটি দখল করে বসবাস করছেন ব্লক অফিসের কর্মীরা। এতে অবশ্য এদের বেতন থেকে বাড়ি ভাড়া কাটা যাচ্ছে না। বাম আমলে এরা যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন। বিডিও নির্বিকার। আরও একটি নতুন গড়ে ওঠা সেন্টার আছে। সেখানেও এক অফিসার ছিলেন বলে অভিযোগ। এখন অবশ্য তালা বন্ধ। এবারও সেখানে স্থান হয়নি বন্যা দুর্গতদের।

–নিজস্ব চিত্র

দুর্যোগের রাতে একটি নদীবাঁধ ভাঙার সত্যিগল্প

কুনাল মালিক

গত রবিবার রাত ১০টা নাগাদ খবর পাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ ২ নং ব্লকের ডি–রায়পুর অঞ্চল লাগোয়া হুগলি নদীর (গদাখালী পোলের কাছে) বাঁধ ভাঙছে। ভরা কোটালে জোয়ারের জল স্লুইস বাঁধ ভেঙে গজাপোয়ালী পঞ্চায়েত এলাকায় ঢুকছে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়ও ফোনে জানালেন, ঘটনাটা সত্যি, তিনি যাচ্ছেন ঘটনাস্থলে, তাঁকে এলাকার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাঁধ রক্ষার তদারক করতে বলেছেন। প্রসঙ্গত এই প্রতিবেদকেরও এই ব্লকে বাড়ি। সাংবাদিক হিসাবে নয় একজন এলাকার বাসিন্দা হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি, বুচানবাবুর সঙ্গে। বৃষ্টিমুখর অন্ধকার রাতে গদাখালী পোল পেরিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। বাঁধের ওপর বেশ কিছু উদ্বিগ্ন মানুষ ঘোরাফেরা করছে। নদীর দিকের বাঁধের অংশ বেশ কিছুটা বসে গিয়েছে। স্লুইস গেট আছে, কিন্তু সেটা অকেজো। জোয়ারে জল কুলকুল আওয়াজ করে ঢুকছে বাঁধ টপকে গ্রামের ভেতরে। গজাপোয়ালী অঞ্চলের উপপ্রধান নীহার মণ্ডলও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বুচানবাবু চিৎকার করে গ্রামের মানুষদের জড়ো করলেন।

ইতিমধ্যে ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ মারফৎ ঘটনাটা মহকুমাশাসক, জেলা শাসক, পুলিশ সুপারের কানে গিয়েছে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘটনাটা জানান বুচানবাবু। সাংসদ তৎপর হয়ে পড়েন। টানা চারদিন রাত জাগার পর বজবজ ২ নং ব্লকের বিডিও অমর বিশ্বাস ও দিন বাড়ি যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। তিনিও ছুটে আসেন নদী বাঁধে। নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজাও পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন। রাত সাড়ে এগারোটা। বালি, ইঁট চাই। দুর্যোগের রাতে কোথায় পাওয়া যাবে? ডোঙারিয়া অঞ্চলের ডাকাবুকো ছেলে কৃষ্ণ মণ্ডলকে ফোন করলেন বুচানবাবু। কৃষ্ণ তার দলবল নিয়ে ছোটো হাতি কর বালি, ইঁট বোঝাই করে এনে ফেলতে লাগলেন। আরও গ্রামের পুরুষ–মহিলা বেরিয়ে এলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

সুন্দরবন সফরে বিতর্কে ৩ মন্ত্রী

দুর্গত এলাকা নিয়েও সেই ‘আমরা–ওরা’

মেহেবুব গাজী

দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখা নিয়ে এবার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগ উঠল। তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েত এলাকায় মন্ত্রীরা গেলেও পা মাড়ালেন না বিরোধী সিপিএম ও বিজেপির দখলে থাকা দুর্গত এলাকাগুলি। বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছেন, আগামী বিধানসভার মহড়া দিতেই ত্রাণ শিবিরে আসা মন্ত্রীদের। আসল দুর্গতদের কাছে পৌঁছচ্ছে না ত্রাণ। নামখানার মৌসুনি দ্বীপ ও পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ গঙ্গাধরপুরে দুর্গত এলাকায় বিরোধী সিপিএম ও বিজেপির হাতে পঞ্চায়েত থাকায় মন্ত্রীরা এদিন যাননি বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। অন্যদিকে মঙ্গলবার রাতে কুলপির রাঙাফলায় মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তারাপদ গাউনে (৬৫) নামে এক ব্যক্তির। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমার দুর্গত এলাকা ও বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখলেন হাজরা, জেলাশাসক পিবি সেলিম, পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরীসহ সেচ দফতরের আধিকারিকরা। এদিন বেলা বারোটা নাগাদ মন্ত্রীরা সরাসরি

রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলার দুই বিধায়ক তথা মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ও গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। ছিলেন বিধায়ক দীপক হালদার, বঙ্কিম নামখানা চলে আসেন। নামখানা থেকে লঞ্চ চড়ে স্থানীয় ঈশ্বরপুর ও গায়েনপাড়ার হাতানিয়া–দোয়ানিয়া ভাঙন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্লুইস ভেঙে প্লাবিত ৫ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তর বাসুরলাট জেলে পাড়া এলাকায় স্লুইস গেট ভেঙে পড়ায় প্রায় পাঁচটি গ্রাম প্লাবিত হয়। যদিও পরে জমা জল সরে যায়। বেশ কিছু কাঁচা বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। বিশেষত এই স্লুইস গেট ১৮৯৯ সালে ইংরেজ আমলে তৈরি হয়। দীর্ঘদিন ধরে মেরামতের অভাবে এই বিপত্তি। পাশাপাশি কয়েকটা স্লুইস গেট অকেজো হয়ে পড়ে। চককৃষ্ণরামপুর, পাঁচলতী ইত্যাদি গ্রামে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ইতিমধ্যে ব্লক থেকে ত্রিপল, জামাকাপড়, শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে। ফলতা পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ওই ত্রাণ পাঠান হয় ওই গ্রামে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, ফলতা বিডিও, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর, স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ান। ফলতা পঞ্চায়েতের কেওড়াতলী, রাজারামপুর আর ফলতা থানার সামনের এলাকাগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে দিনরাত যোগাযোগ রাখছেন বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিক্ষকের বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে পিছমোড়া করে বেঁধে পড়ু য়া তরুণী মেয়েকে মারধর করে দুঃসাহসিক লুটপাট চালাল একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী। বুধবার রাত বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পাথর প্রতিমার দিগম্বরপুর মধ্যপাড়ায়। ডাকাতদের মারে জখম হয়েছেন তরুণী মেয়েটি। সোনার দুল কাড়তে গিয়ে ডাকাতদল তার কান কেটে দেয়। ডাকাতরা লুট করেছে নগদ ৪৫ হাজার টাকা ও দশ ভরি সোনার গয়না। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ ডাকাতি ও শ্লীলতাহানির একটি মামলা রুজু করেছে। সন্ধে পর্যন্ত ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। বর্তমানে তিনি অবসর নিয়েছেন। এলাকায় সম্পন্ন পরিবার হিসেবে সকলেই জানে। বুধবার রাত বারোটা নাগাদ ৭–৮ জনের সশস্ত্র ডাকাত মণ্ডল বাড়ির চিলেকোঠার দরজা ভেঙে ঢোকে। ঢুকেই এমএ পড়ুয়া ছোট মেয়ের ঘরে হানা দেয় দলটি। তাকে মারধর করে সব ঘরের দরজা খোলায়। সুভাষ বাধা দিতে গেলে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে দলটি। একসময় মেয়ের কান থেকে দুল কাড়তে গিয়ে কান কেটে দেয় ডাকাতরা। আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে দলটি দেড় ঘন্টার বেশি সময় ধরে লুটপাট চালায়। দলটি যাওয়ার সময় বাড়ির বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে যায়। এবং ডাকাতেরা হুমকি দিয়ে যায় সকাল পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচি করলে পরে এসে পুরো পরিবারকে খুন করবে। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিবেশীরা ডাকাতির ঘটনা জানতে পারে। সুভাষ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘আমাদের বাড়ির পেছনে বেশ কয়েকটি চোলাই মদের ঠেক চলে। সেই ঠেকে জড়ো হয়ে মদ খেয়ে ডাকাতেরা

রাতে হানা দেয়। এখানে পুলিশ কোনও কাজ করে না।’ উল্লেখ্য, মণ্ডল বাড়ির পাশেই থাকেন স্থানীয় দিগম্বরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা। তিনিও ডাকাতির পর স্থানীয় ঢোলাহাট থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘এই এলাকায় একাধিক চোলাই ঠেক চলে। আমরা পুলিশকে বারে বারে বলেছি। কিন্তু পুলিশ কোনও উদ্যোগ নেয়নি। অবিলম্বে এই ডাকাতির সঙ্গে যুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।’

ধড়পাকড়ের ফলে ইদানীং ভাটা পড়েছে গরু চুরিতে

বনগাঁ–গাইঘাটা সীমান্তে অবাধে কচ্ছপ পাচার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বর্তমানে গরুপাচার প্রায় বন্ধ। গত বনগাঁ লোকসভা উপনির্বাচনের আগে থেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে গরু পাচারে রাশ টানা হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ, গাইঘাটা, স্বরূপনগরের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে চলত এই গরু পাচার। বর্তমানে সেই গরুপাচার কার্যত প্রায় বন্ধের মুখে। তার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পাচার। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার যে সমস্ত সীমান্ত দিয়ে চলত গরু পাচার, সেই সমস্ত সীমান্ত দিয়ে এখন রমরমিয়ে চলছে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পাচার। গরুর চেয়ে কচ্ছপের আকৃতি তুলনামূলক অনেক ছোট । ভারত–বাংলাদেশ উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজর এড়িয়ে তাই হামেশাই পাচার চলছে বাংলাদেশে। ফলে গরু পাচার প্রায় বন্ধ হলেও কচ্ছপ পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কচ্ছপ পাচারকারী জানান, কচ্ছপগুলো শুধু বাংলাদেশে গিয়েই থেমে থাকে না। সেখান থেকে পাচার হওয়া এই কচ্ছপগুলো চিন, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চলে যায়। সেখানে মোটা দরে এগুলো বিক্রি হয়। তিনি আরও জানান, এই সমস্ত কচ্ছপগুলো মূলত দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল থেকে আনা হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে স্টার টরটয়েজ ও এশিয়ান ব্ল্যাক স্পটেড টার্টেল গোত্রের প্রাধান্য। এছাড়া অ্যাকোরিয়ামে পোষার জন্য ছোট রঙিন কচ্ছপও রয়েছে পাচারের তালিকায়।

কিছুদিন আগে বনগাঁ সীমান্তের কালিঞ্চি থেকে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে কচ্ছপ উদ্ধার করে বিএসএফ। পরে সেগুলিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায় সেই কচ্ছপগুলি ছিল বিরল প্রজাতির এশিয়ান ব্ল্যাক স্পটেড টার্টেল। যার এক একটির বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখা পত্তনম সমুদ্র উপকূল থেকে আসে এই সমস্ত বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। প্রকাশ্য দিনের আলোয় যশোর রোড ধরে মাছের পোনা বোঝাই ট্রাকের নীচে ট্রেতে করে চলে এই কচ্ছপ পাচার। ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁ, গাইঘাটা সীমান্তে এনে পাচারকারীদের নির্দিষ্ট আড়তে তা জমা করা হয়। তারপর সময়–সুযোগ বুঝে বস্তা বা চটের থলেতে করে তা পাচার হয় বিভিন্ন এলাকায়। ইতিপূর্বে এই সমস্ত এলাকায়

অভিযান চালিয়ে প্রায় কয়েক কোটি মূল্যের কচ্ছপ উদ্ধারও করেছে পুলিশ। এসত্ত্বেও থেমে নেই এই কচ্ছপ পাচার প্রক্রিয়া। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ ছাড়াও গাইঘাটার আঙরাইল সীমান্ত এখন কচ্ছপ পাচারকারীদের পছন্দের রুট। গাইঘাটার এই আঙরাইল সীমান্তের পাশেই রয়েছে একেবারে সরু ইছামতী নদী। যা টপকালেই ওপারে বাংলাদেশের যশোর জেলার সারদা থানার পুঁটখালি গ্রাম। অভিযোগ, এই রুট দিয়েই বিএসএফ ও বিডিআর–এর চোখ ফাঁকি দিয়ে চলছে অবাধে এই কচ্ছপ পাচার।

এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানান, সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের পাশাপাশি, পুলিশি নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘ইতিপূর্বে আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বহু কচ্ছপ উদ্ধার করে বন দফতরের হাতে তুলে দিয়েছি। পাচার রোধে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় পুলিশের সোর্সও বাড়ানো হচ্ছে।’ কচ্ছপ পাচার রোধে আগামী দিনে পুলিশি নজরদারি আরও কঠোর করা হবে, বলে জানান ভাস্করবাবু।

পণ্য পরিষেবা বিল ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরে ক্ষতি হচ্ছে অর্থনীতির

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারের সাপ্তাহিক কলমে এমন এক মাসের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রবাহিত হচ্ছি যা ঘোরতর বিপ্লবের মাস বলে পরিচিত। এই ঐতিহাসিক মাসেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। তা ছাড়া দেশের পক্ষে গৌরবময় বহু অধ্যায়ের সাক্ষী এই আগস্ট। তা এহেন মাসটি অর্থনীতির পক্ষে কেমন যাচ্ছে বা যাবে তা বিচার করতে গেলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে চলবে না। কারণ এই বাজার চলে নিজের তালে, নিজের ছন্দে। কখন যে বাজার বাড়বে, আর কখন পড়ে যাবে তা নিয়ে ধন্দে ভোগেন অনেক অভিজ্ঞ শেয়ারবিদরাও। আসলে অর্থনীতির বাজার হল দারুণ যুক্তিবাদী ধাঁচের। তার আচরণ নির্ভর করে অর্থনীতির হালহকিকতের ওপর। তাই কখনও যেমন বাজারে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তেমনই পতনের অশনী সঙ্কেত মাঝেমধ্যেই বাজারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ভারতের বাজার নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তবে বলতে হবে এই মুহূর্তে আমরা একটা বুল রান বা তেজি অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। এর মানে হল ভারতের অর্থনীতির প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত করতে শুরু করেছে বিদেশিরা। যারা যে কোনও বিষয় নিয়ে নাক সিঁটকায় সেই আমেরিকান সাহেবরা পর্যন্ত ভারতের এই অগ্রগতিকে কুর্ণিশ করছে। আসলে এ দেশের পট পরিবর্তনে মোদি সরকারের আবির্ভাব একটা বড় ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে। তবে এর ভিত তৈরি হয়েছে ইউপিএ–১ এবং ইউপিএ–২ জমানা থেকেই। চিদম্বরম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মেলাতে শুরু করেছিলেন। মূলত এফডিআই অর্থাৎ ভারতের বাজারে বিদেশি পুঁজি আনতে এই উদ্যোগ যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর আসনে মনমোহন সিংয়ের উপস্থিতি এই কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। উল্লেখ্য নব্বই দশকের একেবারে গোড়ায় এই মনমোহন সিং রাজীব গান্ধি মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন প্রভূত উদ্যোগ এবং কর্মসূচি নিয়েছিলেন ভারতকে সারা বিশ্বের কাছে সামনের সারিতে তুলে ধরতে।

সেই আমলের ভিশন ইন্ডিয়া–২০২০–র সুফল এখন ফলতে শুরু করেছে। আগামী পাঁচ–দশ বছরের মধ্যে তা মহীরূহের আকার নিতে পারে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে ভারতের শেয়ার বাজারে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতোই আগের কংগ্রেস সরকারও তৎপর ছিল। ঘটনা এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। তার ওপর এটা মনে রাখা প্রযোজ্য এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস বা তৎকালীন ইউপিএ কখনও ক্ষমতাসীন হয়নি। তাও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তারা চেষ্টা করেছে দেশের অর্থবাজারকে বিশ্বের সামনে উজ্জ্বল করে তুলতে। সেই পরম্পরা বজায় রাখার পাশাপাশি মোদি আরও অভিনব প্রক্রিয়ায় দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে চাইছেন। একের পর এক বিদেশ সফর যার জলজ্যান্ত উদাহরণ। তবে এর মধ্যেও প্রচুর বিপত্তি আছে যা দেশকে অগ্রসর হওয়ার পথে বারংবার টেনে ধরছে। এই যেমন কংগ্রেস যখন একটানা দশ বছর দেশ চালিয়েছে গত ২০০৪–২০১৪ পর্যন্ত তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনরের সঙ্গে অধিকাংশ সময় সমস্যায় জড়িয়েছেন তখনকার অর্থমন্ত্রীরা। বিশেষ করে চিদম্বরমকে এর জন্য বেশি ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। এই জমানাতে সেই ছবিটা তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল। বিশেষ করে রেট কাট বা সুদের হার কমানোর প্রশ্নে এখনকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গর্ভনর অর্থমন্ত্রী জেটলি তথা সরকারের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করছে। যদিও সম্প্রতি সুদের হার না কমানোয় সেই সম্পর্কে খানিকটা চিড় ধরেছে। তাও দেশের শিল্পের বিকাশে সুদের হার কমা যে অত্যন্ত জরুরি তা ভালোমতো বোঝেন এই গর্ভনর রঘুরাম রাজন।

কংগ্রেসের মতো সমস্যার মুখোমুখি না হলেও বিজেপি বা এনডিএ–র কাছে মূল যে সমস্যা তা হল রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। লোকসভায় গরিষ্ঠতার জেরে বিল পাশ করালেও রাজ্যসভার গেরোয় তা আটকে যাচ্ছে। আর এই দিকটাতেই ফুটে উঠছে ভারতীয় রাজনীতির সংকীর্ণ ছবি। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন যে পণ্য পরিষেবা বিল বা জমি বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হয়েছিল এখন তার বিরোধিতাতেও সরব হয়েছেন সোনিয়া গান্ধি–রাহুল গান্ধিরা। এর জন্য দেশের স্বার্থ যে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেদিকে কারও নজর নেই। এই জায়গাতেই অন্য দেশ বা পাশ্চাত্যের থেকে শিক্ষা নিতে হবে ভারতকে। এখানকার নেতাদের বুঝতে হবে ভোটের সময়ে রাজনীতির কচকচি যত হোক না কেন, দেশের উন্নয়নে সকলকে হাত মেলাতে হবে। কম্যুনিস্ট দলগুলি বা তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক পার্টি বিশ্বায়নের রশিকে টেনে ধরতে চায় এটা সকলেই জানে। কিন্তু বিজেপি এবং কংগ্রেস দেশের প্রধান দুটি দলকে জাতীয় স্বার্থে এক হতেই হবে। তবেই প্রকৃত স্বচ্ছ হয়ে উঠবে ভারত। টিম ইন্ডিয়া মানসিকতা নিয়ে এগোতে হবে দেশের যুযুধান রাজনীতিবিদদের। পণ্য পরিষেবা বা জমি বিলের মতো ইস্যুতে দ্রুত সর্বসম্মতি গড়ে তুলতে হবে। বাম–তৃণমূল–লালু–ভুলুরা বাধা দিলেও মনে রাখতে হবে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল আছে যারা দেশের স্বার্থে সরকারের কাছে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে না। এদের মধ্যে উল্লেখ করতেই হবে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু বা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কদের কথা। ক্ষেত্র বিশেষে জয়ললিতা বা করুনানিধিরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে এটাই লজ্জা এখানকার শাসক এবং প্রধান বিরোধী দল দুয়েই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আসছে একনাগাড়ে। এখন অবশ্য শাসক তৃণমূল জিএসটি নিয়ে মোদি সরকারের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করছে। তাতে শোনা যাচ্ছে অন্য একটি কথা। মূলত আর্থিক কেলেঙ্কারির চাপ থেকে বাঁচতে তৃণমলের নাকি এই ভোলবদল।

শেয়ার বাজারের আলোচনায় এত রাজনীতির চর্চা করার কারণ নিশ্চয়ই বুঝেছেন পাঠক। যার সারমর্ম হল দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলতে রাজনীতির পঙ্কিল রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আসলে প্রতিদিন যে শেয়ার বাজারের চার্ট বা গ্রাফিক্স দেখা হয় তা দেশের অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে চিহ্নিত হয়। রাজনীতির বিবাদ তাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। প্রকৃত উন্নয়নের চিত্র প্রতিফলিত হলে উপকৃত হবেন দেশের আম জনতাই। গাড়ি, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ওষুধের মতো সেক্টরগুলি তখন রকেটের গতিতে ধাবিত হবে। তার মানে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র উপকৃত করছে গোটা দেশকে।

গাড়ির বিক্রি বাড়ছে মানে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, পুরো অর্থনীতির মোড় ঘুরছে। মানুষ একটা বাড়ি তৈরির পর যে জিনিসটার কথা সবার আগে ভাবে তা হল গাড়ি সেক্টর বা অটো ইন্ডাস্ট্রি। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি সংগঠিত হলেও দেশের মানচিত্র পুরো দুনিয়ার কাছে উন্মুক্ত হয়ে উঠবে। এসব হওয়ার একটি বাস্তব প্রেক্ষাপটও মজুত রয়েছে। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের অর্থনীতির লগ্নিকারীদের কাছে বড় গন্তব্যস্থল হল ভারত। কারণ আমেরিকা বা ইউরোপে নতুন করে বৃদ্ধির পথ সঙ্কুচিত হচ্ছে ক্রমশই। তাছাড়া মার্কিন মুলুকে এই বছরের শেষাশেষি ফেডের সুদ বৃদ্ধির গল্পও রয়েছে। অন্যদিকে অর্থ–বিশ্বের আরেক তাবড় দেশ চিন মন্দায় ভুগছে ভালোরকম। চিনের সঙ্গে ব্যবসা থাকার কারণেই আজ টাটা স্টিলের মতো ভারতীয় সংস্থা ধুঁকছে সাংঘাতিকভাবে। এর মধ্যে জাপানের অর্থনীতি দীর্ঘদিনের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে একটু সোনালী আলো দেখছে। জার্মানির ড্যাক্স, ফ্রান্সের ক্যাক, ব্রিটেনের বাজারের পক্ষেও নয়া উত্তোরণের পথ নেই সেভাবে। তাই গোটা পৃথিবীর লগ্নিকারীদের চোখ ভারতের দিকে। সম্প্রতি কারেকশন বা সংশোধনীর পর ভারতীয় নিফটি ৮ হাজারের ঘরে যে সাপোর্ট বেস বা ভিত গড়ে তুলেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ভারতের বাজারের দৌড় এখন অনেক বাকি। যা প্রসারিত হতে পারে আগামী ৪–৫ বছর জুড়ে।

অর্থনীতি

FAPCCI
The Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce & Industry
BSE
Bombay Stock Exchange
KARVY
National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises
Seminar on
SME Exchange & IPR - adoption among MSMEs
Chief Guest
Sri R. Karikal Valaven
Commissioner of Industries, Govt. of Andhra Pradesh
Marg, Hyd.
MANJIT SING
V.S. RAJU
G.LAKSHMAN
AN ISO 9001:2000 CERTIFIED ORGANISATION

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ আগস্ট – ১৪ আগস্ট, ২০১৫

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৪২৮৪ কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪২৮৪ জন কনস্টেবল নেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। শুধু ছেলেরা আবেদন করবেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ছাড়াও নিয়োগ হবে স্পেশ্যাল ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়নে। মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। প্রর্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ১,৪৯২ সাধারণ (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ৭২৩, তফসিলি জাতি ৬৬৩, তফসিলি জাতি (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ৩৩০, তফসিলি উপজাতি২০৫, তফসিলি উপজাতি (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ১০২, ওবিসি–এ ৩১৭, ওবিসি–এ (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ১৩৬, ওবিসি–বি ২২৬, ওবিসি–বি (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ৯০।

মোট শূন্যপদের ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪২৮টি শূন্যপদ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত হোমগার্ডদের জন্য সংরক্ষিত হবে। প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। জমি হারানো পরিবারের সদস্য, প্রাক্তন জনগণনা কর্মী, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এরকম কর্মীরা এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল।

বয়স : ১–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত হোমগার্ড ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৬৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি, রাজবংশী ও গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি : না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফসিলি উপজাতি, গোর্খা ও রাজবংশীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে সাড়ে ৬ মিনিটে ১,৬০০ মিটার দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষায় ডাকা হবে। ১ ঘন্টার পরীক্ষায় মোট ৬০টি অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের নম্বর ১.৫। বিষয় অনুসারে নম্বর : জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস ও জেনারেল নলেজ ৩০ নম্বর (প্রশ্নসংখ্যা ২০টি), ইংরেজি ২৪ নম্বর (প্রশ্ন সংখ্যা ১৬টি), মাধ্যমিক মানের এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ২৪ নম্বর (প্রশ্নসংখ্যা ১৬টি), রিজনিং ১২ নম্বর (প্রশ্ন সংখ্যা ৮টি)।

লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউয়ে প্রার্থীর সাধারণ সচেতনতা এবং পুলিশ বাহিনীতে চাকরির উপযুক্ততা যাচাই হবে। সবশেষে নথিপত্র যাচাই ও মেডিকেল টেস্ট।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : 06/2015/WB–PRB.

অনলাইন ও অফলাইন দুই পদ্ধতিতেই দরখাস্ত করা যাবে। অফলাইন ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এই ওয়েবাইট থেকে : www.police–wb.gov.in এই ওয়েবসাইটের রিক্রুটমেন্ট বারে ক্লিক করলে অনলাইন উইন্ডোর সঙ্গে অফলাইন উইন্ডোও পাবেন। ‘অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন’ উইন্ডোতে ক্লিক করলে অফলাইন ফর্ম ও অফলাইন দরখাস্ত পূরণ–সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। কম্পিউটারেই অফলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট কলমগুলি পূরণ করতে হবে। তারপর ‘সেভ অ্যান্ড ডাউনলোড’ এ ক্লিক করলে ৮ সংখ্যার অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বরসহ পূরণ করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দেখা যাবে। এই নম্বরটি টুকে রাখবেন। পূরণ করা দরখাস্তে একটি বার কোডও পাওয়া যাবে। প্রিন্ট আউট নিতে হবে এ ফোর মাপের ও ৭৫ জিএসএম কাগজে, মনো লেজার জেট প্রিন্টার ব্যবহার করে। অন্তত ৬০০ ডিপিআইয়ের প্রিন্ট হতে হবে। ৬ টাকার বিনিময়ে কোনও তথ্যমিত্র কেন্দ্র থেকেও এই ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নেওয়ার কাজটি করা যেতে পারে।

ফি বাবদ West Bengal Police Recruitment Board’–এর অনুকূলে ১৫০ টাকা জমা দিতে পারেন ই–পেমেন্টের সুবিধাযুক্ত কোনও পোস্ট অফিসে। রাজ্য জুড়ে ৩৮৮টি পোস্ট অফিসে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। ‘ইন্ডিয়া পোস্ট চালান ফর্ম সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওয়েবসাইট থেকেই এই চালান ফর্ম পাওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ পোস্ট অফিস নেবে ১০ টাকা। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতেও ফি দেওয়া যাবে চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করার দু’দিন পরে ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ ব্যাঙ্কে অতিরিক্ত ২০ টাকা নেবে। তফসিলিদের ফি লাগবে না।

দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ৪.৫x৩.৫ সেমি মাপের একটি ফটো সেঁটে দিতে হবে। ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে।

দরখাস্ত ভরা খামের মাপ হবে ৩২x২২ সেমি। খাবের ওপর লিখবেন : ‘Name of the recrument : Recruitment to the post of Constable (male) in West Bengal Police, Name of the Post, Constable (Male) Application Sl. No. ...’ শূন্যস্থানে অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর লিখবেন : ডাকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block DJ, Sector–III, Salt Lake City, Kolkata–700 091

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.policewb.gov.in দরখাস্ত করতে বসার আগে পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই স্ক্যান করার পরে সেভ করবেন, দরখাস্তে আপলোড করতে হবে। ফটোর ব্যাক গ্রাডন্ড সাদা হতে হবে। দরখস্তের পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যও পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। ফি বাবদ দিতে হবে ১৫০ টাকা। তফসিলিদের ফি লাগবে না। ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে ফি দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ৫ টাকা। তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমেও ২০ টাকার অতিরিক্ত চার্জের বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখাতেও ফি জমা দেওয়া যাবে চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করার দু’দিন পরে ব্যাঙ্কে ফি জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ২০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার পরে একই ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ‘মাই অ্যাকাউন্ট’ পেজে লগ অন করে দরখাস্ত সাবমিট করা যাবে। ফি জমা দেওয়ার ১ দিন পরে দরখাস্ত সাবমিট করবেন। অনলাইন দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ দিন ৪ সেপ্টেম্বর। তবে ইউবিআই চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিয়ে অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করা যাবে ৯ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

দরখাস্ত করতে বসার আগে নিয়মকানুন খুঁটিয়ে দেখে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যমিত্র কেন্দ্রের সাহায্য নেবেন। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে রাজ্যের তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলির তালিকা পাবেন। অসুবিধায় বা প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সোম থেকে শুক্র সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা এবং শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ফোন করতে পারেন পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এই নম্বরে : ৮০১৩০–৩৩৩০০,৮০১৩০–৩৩৩২২।

কাজের খবর

নিখরচায় এক হাজার তরুণকে সরকারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

নিখরচায় তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এক হাজার যুবককে অটোমোবাইল মেকানিক, ডেন্টিং পেন্টিং টেকনিশিয়ান ও ড্রাইভার (লাইট কমার্শিয়াল ভেহিক্যালস) ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম। টাটা মোটরসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রার্থীকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbscst.corp.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট। হেল্পলাইন নম্বর (০৩৩)৩২৬৩–০২৯১/২/৩/৪। প্রশিক্ষণ হবে এই সমস্ত অঞ্চলে : বাকুঁড়ার খাগড়া ও বাঁকুড়া সদর, বীরভূমের রামপুরহাট ও পাঁচালি, বর্ধমানের রানিগঞ্জ, নদিয়ার রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ও সোদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের হোগালবেড়িয়া, পুরুলিয়ার পুরুলিয়া সদর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এবং হাওড়ার আলমপুর।

ডেন্টিং–পেন্টিং টেকনিশিয়ান ট্রেডে প্রক্ষিশ হবে এই সমস্ত অঞ্চলে। বীরভূমের রামপুরহাট ও পাঁচালি, বর্ধমানের রাণিগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর, নদীয়ার রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর, পূর্ব মেদিনীপুরের হোগলা বেড়িয়া, পুরুলিয়ার ঝালদা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এবং হাওড়া আলমপুর।

ড্রাইভার ট্রেডে ট্রেনিং হবে নদিয়ার রানাঘাট, কৃষ্ণনগর এবং পুরুলিয়ার ঝালদায়।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ২০৭ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০৭ জন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) নেবে মধ্যপ্রদেশের মধ্যাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আবিপিএস) আয়োজিত গত বছরের সেপ্টেম্বর–অক্টোবর রিজিওন্যাল রুর‍্যাল ব্যাঙ্ক (আরআরবি)–এর লিখিত পরীক্ষায় পাশ করে থাকলে তবেই আবেদন করবেন। প্রবেশনের মেয়াদ ১ বছর।

শূন্যপদের বিন্যাস : শূন্যপদ ২০৭টি (সাধারণ ৮৪, তফসিলি জাতি ৪২, ওবিসি ৮১) এর মধ্যে ৫টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, এবং ৪২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। সেইসঙ্গে মাধ্যমিক বা স্নাতকোত্তরের মধ্যে যে কোনও স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে হিন্দি পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া আইবিপিএস–এর লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ, দৈহিক প্রতিবন্ধী, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী, ওবিসি, ওবিসি দৈহিক প্রতিবন্ধী, ওবিসি প্রাক্তন সমরমকর্মীদের ক্ষেত্রে রিজনিংয়ে অন্তত ১৮, নিউমেরিক্যাল এবিলিটিতে ২২, জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে ১৩, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ১৭, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে ২৩, কম্পিউটার নলেজে ২০ স্কোর (তফসিলি, তফসিলি দৈহিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রতিটি পত্রে যথাক্রমে ১৩, ১৭, ১০, ১৩, ১৯, ১৬ স্কোর) এবং মোট অন্তত ৮০ (তফসিলি, তফসিলি দৈহিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৭০) স্কোর করে থাকতে হবে।

বয়স : ১–৬–২০১৪ তারিখে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ও ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,২০০–১৯,৩০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগসুবিধা।

প্রার্থী বাছাই হবে আইবিপিএস লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ কেন্দ্র সাগর (মধ্যপ্রদেশ)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.mgbank.co.in প্রার্থীর ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। যথাযথ ভাবে ফর্ম পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এর নির্দিষ্ট জায়গায় ফটো সেঁটে সই করবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় প্রয়োজন হবে।

ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নেবেন

- পূরণ কর। দরখাস্তের প্রিন্ট আউট।
- আইবিপিএস স্কোর কার্ডের প্রিন্ট আউট।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
- বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
- কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সাটিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- সচিত্র পরিচয়পত্র।
- কর্মরতদের ক্ষেত্রে ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লক
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ডায়মন্ড হারবার ২ নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা নিয়োগের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বসবাসকারী কেবলমাত্র তপশিলী উপজাতি (S.T) মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

যে কোনো কাজের দিন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্ত জমা নেওয়া হবে। এছাড়াও বিশদ বিবরণের জন্য ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (উত্তর চক্র ও পশ্চিম চক্র), সহকারী কৃষি অধিকর্তা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮/০৮/১৫

৮৯৫(২)/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /০৫/০৮/১৫

দেওয়াল ধসে মৃত ১

বিশ্বজিৎ পাল : রবিবার গভীর রাতে টানা বৃষ্টিতে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির। মৃতের নাম শম্ভু হালদার (৩৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের ক্যানিং পশ্চিমে নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাকালতলা গ্রামে। এই নিয়ে সাম্প্রতিক দুযোর্গে ক্যানিং মহকুমায় মৃত্যুর সংখ্যা ৩। গত ২ আগস্ট সাপের কামড়ে মারা যায় বাড়োর মোড় এলাকার বাসিন্দা সাদিকুল শেখ (২৮)। বাড়মালির ৪ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা কৃষক ইন্দ্রজিৎ সরদারের (৩০) মৃত্যু হয় বজ্রপাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ মাকালতলা গ্রামের বাসিন্দা শম্ভু হালদার এবং তার স্ত্রী বৃহস্পতি হালদার রাতে প্রতিদিনের মতন খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ে। গভীর রাতে টানা বৃষ্টিতে হঠাৎ মাটির ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।

দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায় শম্ভু। ঘুটিয়ারী শরিফ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

বন্যা দুর্গতের পাশে নবমঞ্চ

দীপক ঘোষ : অবিরাম বৃষ্টি থেমে গেলেও বাঁধ গুলি থেকে ক্রমাগত জল ছাড়ার কারণে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সেই কারণে বিজেপির শাখা সংগঠন 'নবমঞ্চ' এর পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ১২০টি পরিবার এর জন্য চিড়ে, গুড়, চাল, আলু, বিস্কুট, মিনারেল ওয়াটার, হ্যালোজেন সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে শ্যামপুর মোড় ৫ আগস্ট সকালে দুটি ম্যাটাডোর রওনা দেয় উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে। এই ত্রাণ যাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন নবমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অসিতাভ ভট্টাচার্য, সৌগত ভট্টাচার্য, গোপাল মুখোপাধ্যায়, বিকাশ ভট্টাচার্য, উমেশ দাস সহ আরও অনেকে।

মন্দিরও ভাসছে, জল নিয়ে এসে জলেই বিপাকে ভক্তরা

ছবি : নীলাঞ্জন গুপ্ত বিশ্বাস

মলয় সুর

শ্রাবণের শুরু থেকেই পুণ্যতীর্থ তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথ মন্দিরে জল ঢালতে ভক্তদের ঢল নামতে শুরু করেছে। কিন্তু কয়েকদিনের নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে তারকেশ্বর মন্দির চত্বরের সর্বত্র জলে প্লাবিত। এমন কি মন্দিরের লাগোয়া দুধপুকুরে জল বেড়ে মন্দিরে ঢুকে পড়েছে। সমস্ত রাস্তাঘাট জলের তলায়। তারকেশ্বর এস্টেটের কর্তারা মূল মন্দির বন্ধ করে দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রামের মানুষ বলছেন সেই ১৭ বছর আগে একবারই এরকম বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তখন এত খারাপ অবস্থা হয়নি। তারকেশ্বর মন্দির এলাকায় দোকানপাট জলে ভাসছে। তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হাঁটু থেকে কোমরজল। বহু ঘর–বাড়িতে জল ঢুকেছে। এই শ্রাবণ মাসে অন্য রাজ্য থেকে অবাঙালিদের ভিড় চোখে পড়ে বেশি। দূরদুরান্ত থেকে অগণিত ভক্তরা শিবের মাথায়, জল ঢালতে আসছেন। কিন্তু যে শ্রাবণী মেলার নাম মারোয়াড়ী মেলা ছিল সেখানে মারওয়াড়িদের ভিড় কমেছে এই বন্যা পরিস্থিতিতে।

কলকাতা থেকে এক মাসে কয়েক হাজার মানুষ যায় শিবমন্দিরে জল ঢালতে। এমন কি বহু পূন্যার্থী ব্যান্ডেল, বিহারের জসিডি থেকে আসে আর এভাবেই চলে তারকেশ্বর যাত্রীদের দাপট। আর এই দাপটে নাজেহাল সাধারণ রেলযাত্রী। তবে তারকেশ্বর যাত্রীদের নিয়ে চলছে বিভিন্ন ব্যবসা বাঁশের তৈরি বাঁক, প্লাস্টিকের ফুল, ঘন্টা এমন কি প্লাসটিকের তৈরি ঘট। এছাড়াও এই সময় কলকাতার নামি ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জায়গায় পূন্যার্থীদের সেবার জন্য গড়ে তুলেছে সেবামঞ্চ। তবে তারকেশ্বরের পুন্যার্থীদের দ্বারা অসুবিধায় পড়ছে সাধারণ ট্রেন যাত্রী তা বলার অবকাশ রাখে না। অর্থাৎ তারকেশ্বর যাত্রীদের শ্রাবণ মাস আর সাধারণ মানুষের সর্বনাশ।

বৈদ্যুতিক চুল্লির দাবি কাকদ্বীপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপ বাজারের মধ্যে শ্মশানকে ঘিরে দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ আগে থেকেই উঠেছিল। পরে এই দূষণ ঠেকাতে সঠিক পরিকাঠামোর দাবি তুলে স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হন এলাকার বাসিন্দারা। তারপর থেকে বারে বারেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি দূষণ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। তাতেও বিশেষ কোনও ফল হয়নি। তাই স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি তুলেছে শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য। এছাড়াও এই শ্মশানের উপর কোন নজরদারি না থাকায় যে যার মতো করে মৃতদেহ নিয়ে এসে দাহ করছে। শবযাত্রীদের কাগজপত্র যাচাই করার কোনও বালাই নেই। এর ফলে বেআইনিভাবে কোনও দেহ অবলীলায় দাহ করে প্রমাণ লোপাট করার সম্ভাবনাও থাকে। তবে কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ঘটনার কথা স্বীকার করে জানান 'বিষয়টি নজরে রয়েছে।

কাকদ্বীপের বৈদ্যুতিক চুল্লির অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছেও আবেদন করা হয়েছে। তবে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আমার বিধায়ক তহবিলের টাকা থেকে শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর চিন্তা ভাবনা রয়েছে এবং শ্মশানে দ্রুত নজরদারি ব্যবস্থা রাখার জন্য প্রশাসনকে জানাব।' স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রের খবর বকখালি যাওয়ার রাস্তায় ১৭৭ নম্বর জাতীয় সড়কের একেবারে পাশেই কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র মার্কেটের বিপরীতে কালনাগিনী খালের পাশে প্রায় এক বিঘারও কম জমির উপরে দীর্ঘদিনের এই শ্মশান। শ্মশানের ওপর নির্ভরশীল কাকদ্বীপের ১১টি ব্লকের ১০০টির মতো প্রায় গ্রাম। প্রত্যেকদিন কমপক্ষে চার থেকে পাঁচটি আবার কোনওদিন খুব বেশি হলে এখানে আটটি শবও দাহ করা হয়। জনবহুল এই এলাকায় শ্মশানের পরিকাঠামো বলতে ছোট একটা সিমেন্টের চাতাল ও ছোট একটি শৌচাগার। স্থানীয় বাসিন্দা শিবু দলুই বলেন শবযাত্রীরা আসেন কাঠ দিয়ে দাহ করে ফিরে যান। এইভাবে শ্মশানে প্রত্যেক দিন অজস্র নোংরা আবর্জনা জড়ো হয়। সেই সমস্ত নোংরা পাশের খালে পড়ে জল দূষণের পাশাপাশি পচে এলাকায় ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। পরিকাঠামো তৈরি দূরের কথা এই দূষণ ঠেকাতে প্রশাসন থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই দূষণ সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে প্রশাসনের কাছে বার বার বৈদ্যুতিক চুল্লির দাবি জানানো হয়েছে।

কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস বলেন, 'ওই শ্মশান দেখভাল করে পঞ্চায়েত। আগে থেকেই বিষয়টি নজরে রয়েছে। শ্মশানে বৈদ্যুতিন চুল্লি বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দ্রুত নজরদারি বসানোর ব্যবস্থা করা হবে।' জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাছে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করা হবে।'

অ্যাপস রিপোর্ট

প্রবল বর্ষণে নুরপুর শ্রীফলবেড়িয়া গ্রামের নদী পাড় ভাঙন পরিদর্শনে গিয়ে নদীবাঁধ মেরামতের কাজে গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাত লাগালেন বিধায়ক দীপককুমার হালদার।

– হোয়াটস অ্যাপ রিপোর্টার মিলন হালদার

ডায়মন্ড হারবার রোডের নরক যন্ত্রণা রোধে পথে নামলো বেহালার ব্যবসায়ীরা

সুমনা সাহা দাস, বেহালা : নামের বিড়ম্বনায় বেহালা অঞ্চলের শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা 'বেহাল' অবস্থা লেগেই থাকে। বর্ষায় জলমগ্নতার জন্য বিখ্যাত এই শহরতলি অঞ্চলের বাসিন্দারা যখন কেইআইপির পাইপ লাইনের জন্য রাস্তাকে নরক হতে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তখনও তারা আশায় বুক বেঁধেছিল, জল জমা কমবে ও সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে। তারই মধ্যে কল্পতরুর মতো আসে মেট্রো রেলের প্রকল্প। কিন্তু রাজনীতির লাল ফিতের জট ছাড়তে ছাড়তে আবার নাভিশ্বাস উঠেছে অভাগা বেহালাবাসীর। প্রকল্পিত ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ডায়মন্ড হারবার রোড নিয়ে চলছে শুধু কাটা –ছেড়া খেলা। সম্পূর্ণ পথটির তারাতলা থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত পিচ উঠে, খোয়া বেরিয়ে খানাখন্দ হয়ে এমনই অবস্থা যে নিত্যযাত্রীরা প্রত্যেকেই প্রাণ হাতে ঘর থেকে বের হয়।

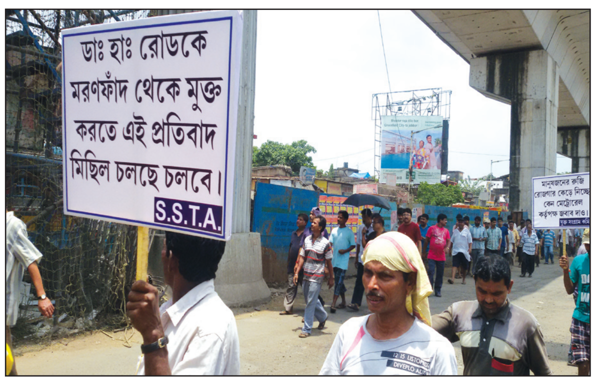
ডাঃ হাঃ রোডকে মরণফাঁদ থেকে মুক্ত করতে এই প্রতিবাদ মিছিল চলছে চলবে।
S.S.T.A.

তারই মধ্যে বর্ষায় অবস্থা আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। জমা জল কাদায় গাড়ি চালকেরা ভুল করে গর্ত বোঝার আগেই ঘটছে দুর্ঘটনা।

এই দুরবস্থার প্রতিবাদে ৫ আগস্ট সাউথ সুবার্বন ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও যুক্ত সংগ্রাম কমিটি নামক ২৩টি অ্যাসোসিয়েশন একত্রিত হয়ে জমায়েত মিছিল করে ১৪ নং বাসস্ট্যান্ড থেকে চৌরাস্তা হয়ে পুনরায় ১৪ নং এ এবং রেলওয়ে বিকাশ নিগমের মুখ্য প্রজেক্ট ম্যানেজারকে উদ্দেশ্য করে তাদের বিভিন্ন অভিযোগের স্মারকলিপি তুলে দেয়।

তাদের দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডায়মন্ড হারবার রোডের অবিলম্বে সংস্করণ, বেহলার এই মূল যোগাযোগ মাধ্যমকে আবর্জনা মুক্ত করা ও রেলের কাজের জন্য অব্যবহৃত মালপত্র যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলা ও মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তোলা সহ আরও অন্যান্য।

ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য জানান, ''সামনে পুজোর বাজার আসছে। এমনিতেই এই শপিং মলের হাওয়ায় বাজারের হাল খুবই খারাপ, তার উপর মেট্রোর ১৮ মাসে বছর। কাজ চলছে তো চলছে। রাস্তার অবস্থা এতই খারাপ যে বাইরে থেকে যারা বেহালায় কেনাকাটা করতে ঢুকত তারা এখনতো আসছে না, উপরন্তু বেহালার লোকেরাও অন্যত্র চলে যাচ্ছে।''

দক্ষিণ কলকাতা অটো রিক্সা অপারেটর্স ইউনিয়ন ও বেহালা মিনি–ট্রাক–টেম্পো অ্যাসোসিয়েশন–এর সদস্যরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ''এসব বড় বড় টায়ার কোম্পানির সঙ্গে মিলে টাকার রফা করা। রাস্তা যত খারাপ হবে তত টায়ার বিক্রি হবে। আমরা গরিব মানুষ, বারবার এত টায়ার কিনব কিভাবে বলুন, তার উপর পাঞ্চার হলে আরও সমস্যা। সময়ে পৌঁছানো না গেলে মাল ডেলিভারি দেব কি? এভাবে তো ব্যবসা বন্ধ করে রাস্তায় বসতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবু আশ্বাস দিয়ে বলেন, ''মেট্রোর কাজ দ্রুত হোক আমরাও চাই। পিডব্লুডির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, বৃষ্টি সেভাবে না হলে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে রাস্তার কাজ ৮০ শতাংশ সম্পূর্ণ করা হবে।''

উদ্ধার ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : সোমবার সকালে পাচারকারীদের খপ্পর থেকে নাবালিকা এক ছাত্রীকে উদ্ধার করল নামখানা থানার পুলিশ। পুলিশ সুত্রের খবর, নামখানা ফেরিঘাট থেকে স্থানীয় চন্দনপীড়ির বাসিন্দা বছর সতেরর ওই ছাত্রীকে উদ্ধারের পর চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পাচারকারিদের ধরতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার

কাউন্সিলরদের চাহিদা হাইড্রেন গড়ে তোলা হোক অবিলম্বে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

টানা সাত আট দিন ধরে যে ভাবে মুষলধারে একটানা বৃষ্টি হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মানুষের আতঙ্ক জমেছে। এখন বৃষ্টি কমেছে। কিন্তু জমা জলের আতঙ্ক কমেনি। রাজপুর সোনারপুরে শহরের লাগোয়া ওয়ার্ডগুলির কাউন্সিলদের বক্তব্য যে এবারে বৃষ্টির জমা জলের সঙ্গে মোকাবিলা করা গেলেও সামনের বছরে হাইড্রেনের বন্দোবস্ত না হলে আরও বিপদ বাড়বে এলাকার মানুষের। তারা জনপ্রতিনিধিদের ছেড়ে কথা বলবে না। বেশ কিছু ওয়ার্ডে বন্যার রূপ দেখা দিয়েছিল তার ফলে বেশ কিছু ওয়ার্ডে ত্রাণ শিবির খুলতে হয়েছে। বারুইপুর মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য বলেন এবারে আমরা যে সব ব্লকগুলিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে প্লাসটিকের ত্রিপল, চাল, ডাল, আলু ও জলের পাউচ দিয়েছি। দুর্গতদের সুবিধার্থের জন্য সিভিল ডিফেন্সের প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগিয়েছি। রাখা হয়েছিল সিভিল ডিফেন্সের স্পিড বোটও। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে পঞ্চায়েত এলাকাগুলি যেমন সোনারপুরে আটটি পঞ্চায়েত বারুইপুরে চারটি, ভাঙর–১ দুটি, ভাঙর–২এ দুটি। কুলতলি ও জয়নগরে জল নেমে গিয়েছে। কি কি দেওয়া হল? পার্থবাবু বলেন প্লাসটিক ত্রিপল ৪০০০, জামাকাপড় ৪০০০, চাল ৩৫০ কুইন্টাল, বেবি ফুড, ৫০ হাজার জলের পাউচ এছাড়া সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিকদের টাকা দেওয়া হয়েছে তেল, সবজি, সোয়াবিন কেনার জন্য। জলমগ্ন এলাকার মানুষদের জন্য ত্রাণ শিবিরে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক পরিবার পিছু চাল ২ কেজি, আলু ২ কেজি, মুসুর ডাল ২০০ গ্রাম ও চার পাঁচটা জলের পাউচ। সোনারপুর জলভাসি এলাকার মধ্যে দুটি জায়গায় নৌকা চলেছে নতুন দিয়ারা, কামালগাজী ও বারুইপুর মল্লিকপুর। শহরের লাগোয়া সোনারপুরে এর ফলে ঘন ঘন ফ্ল্যাট বাড়িগুলির মধ্যে জল ঢুকে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। শুধু তাই নয় স্কুলগুলিকে ছুটি দেওয়া হয় অফিস–কাছারি বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া বিপদজনক সমস্যা দেখা দিয়েছে বিষধর সাপের উৎপাতে। বিশেষ করে পুকুর থেকে উঠে আসছে বিষধর সাপেরা। ব্যাপক ভাবে আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে ওয়ার্ড বাসিন্দাদের। বর্ষায় জমে থাকা জলে মশার প্রকোপ বেড়েই চলেছে। পুরসভার ব্লিচিং–এর ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলি ঠিক পরিকল্পনা মত ব্যবহার করতে পারেনি। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের একটাই বক্তব্য এবারে মোকাবিলা করে যথেষ্ট পরিমাণে দিন রাত পরিশ্রম করে পাম্প চালিয়ে জমা জলকে কিছুটা হলেও সরানো গিয়েছে কিন্তু আর এই পরিস্থিতিতে ভুগতে যেন না হয় তার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাইড্রেন করা দরকার। অবিলম্বে হাইড্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েকদিন আগে লোকাল সিপিএম পার্টির তরফ থেকে তৃণমূলের পুরবোর্ডকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের ক্ষোভ বারুইপুর পুরসভাও পরিচালিত তৃণমূল বোর্ড। তাদের ওয়ার্ডে জল জমে না এখানে সেই ব্যবস্থা করতে হবে এক বিন্দু জল যেন না জমে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ধরা যাক হাইড্রেন হল এরপর সমস্ত ওয়ার্ড থেকে পাইপ সংযোগ করে হাইড্রেন থেকে জল বেরোবার ব্যবস্থা হল। সেই জল গিয়ে পড়বে টালির নালায়। সে ব্যাপারে সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। কারণ গড়িয়ায় টালির নালা পরিষ্কার যদি না করে সেচ দফতর তাহলে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে হাইড্রেন করা বৃথাই হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন নালা যেভাবে সরু হয়ে গিয়েছে পলি পড়ে ও দুধারে জবরদখল দোকানপাট হওয়ার দরুণ সেই জন্য জল যাওয়ার গতি কমে গিয়েছে। বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বহু জায়গায় জল নিকাশি অব্যাবস্থা নিয়ে অভিযোগের আঙুল উঠেছে সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার থেকে কর্মীদের উপরে।

মহানগরে

পুর করদাতা বৃদ্ধি পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি করদাতার ক্ষেত্রে অমূল্যায়িত বাড়িগুলি দ্রুত মূল্যায়ণের আওতায় আসছে। বিগত পাঁচ বছরে কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি করদাতার পরিমাণ ১ লক্ষ ৩২ হাজারের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু অমূল্যায়িত বাড়ি নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯–'১০–এ যেখানে নথিভুক্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৯০ হাজারের অধিক, সেখানে গত ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ২২ হাজারের অধিক। ফলস্বরূপ, ২০০৯–'১০–এ যেখানে সম্পত্তি কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৭৭.২০ কোটি টাকা, সেখানে গত ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে সে পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬৯.৪২ কোটি টাকা।

আগামী ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে সেই আয়ের আনুমানিক পরিমাণ ধরা হয়েছে ৭৬১ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। প্রসঙ্গত, ২০১৩–'১৪ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর প্রকৃত আয় (প্রি–অডিট) হয়েছে ৬৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদদের নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকে মেয়র সাফ জানিয়ে দিয়েছেন পুর কর আদায়ের বিষয়ে কোনও রকম আপোস করা যাবে না। পুরসভার শ্রীবৃদ্ধি হবে একমাত্র অঙ্গীকার।

নিউমার্কেটের ছাদে বিদ্যুৎ চুরির বাসা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মহানাগরিকের আসনে বসে শেষবেলায় সাংবাদিকদের কাছে জানিয়েছিলেন পুরবাজার চালানোর দায়–দায়িত্ব নেওয়া মূল্যবান পুররাজস্বের দান খয়রাতি করা দু'টোই সমান। শহরের ৪৬টি পুরবাজারের মধ্যে এস এস হগ মার্কেট (নিউ মার্কেট) থেকে পুরসভার সবচেয়ে বেশি আয় হয়। অথচ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড–কে এই নিউ মার্কেটের 'মান্থলি ইলেক্ট্রিসিটি বিল' মেটাতে গিয়ে পুরসভাকে প্রায় সাড়ে ছ' কোটি টাকা দান খয়রাতির মুখ দেখতে হয়। কারণ হিসাবে প্রথমটি হল, নিউ মার্কেটের ছাদে মার্কেটে কর্মরত পুরকর্মীদের মূলত সাফাই কর্মীদের জন্য যে কোয়ার্টার রয়েছে সেই কোয়ার্টারের অধিকাংশই বর্তমানে বহিরাগতদের দখলে চলে গিয়েছে। এবং দ্বিতীয়টি হল, মার্কেট ঘিরে পসরা সাজিয়ে বসা হকাররা — অভিযোগের আঙুল তুলেছেন নিউ মার্কেটের প্রকৃত ব্যবসায়ীরা। তাদের বক্তব্য, প্রকৃত ব্যবসায়ীদের মাসে যা সংগ্রহ হয়, বাস্তবে 'মান্থলি ইলেক্ট্রিসিটি বিল' এই দুই চোরাপথেই তার প্রায় দ্বিগুণের অধিক হয়ে যায়। তাদের আরও বক্তব্য, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে দোকান ভাড়া (শপ ও স্টলের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুট মাসিক ছ'টাকা আর ওপেন সেড ও স্ল্যাবের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুট মাসিক পাঁচ টাকা এবং কিছু ক্ষেত্রে সেড ও স্ল্যাব ব্যবসায়ীদের ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ভাড়া) আর মাসিক বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দিই। এরই সঙ্গে প্রতি এসি মেশিনের জন্য মাসিক ২৫শতাংশ হারে সারচার্জও যথাসময়ে মিটিয়ে দিই। তা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক হরেক গোলযোগের জেরেই অগ্নিকান্ড সহ বিবিধ বিপত্তির দায়ভার ব্যবসায়িক ক্ষতি দিয়ে প্রকৃত ব্যবসাদারদের মেটাতে হয়। প্রসঙ্গত, হগ মার্কেটে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় মোট ১৬টি সোর্স থেকে । সোর্স প্রতি বিদ্যুৎ বিল আসে বছরে গড়ে ৪৩ কোটি টাকা বছরে মোট ৬৮৮ কোটিরও অধিক। কিন্তু প্রতি সোর্স থেকে টানা সংযোগ যে সব দোকানে গিয়েছে, তাদের বিল ওঠে এর অধিক টাকা। বাকি অর্ধেক বিদ্যুৎ কোথায় জানতে গেলে যেতে হবে নিউ মার্কেটের ছাদে ও মার্কেট ঘিরে থাকা ফুটপাথ ও পুরসভার রাস্তায়। পুরকর্মীদের একাংশ ছাদে তাদের কোয়ার্টার বহিরাগতদের ভাড়া দিয়েছে। আর এই বহিরাগতরা হুকিং করে হিটার সহ নানা হাই–ওয়াটের বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিনরাত ব্যবহার করছে। কেবল ওরাই নয়। মার্কেট ঘিরে যে দেড় হাজারের অধিক হকার আছে, তারাও ওই ১৬টি সোর্স থেকে হুকিং করে তাদের পসরা আলোকিত করেন। অভিযোগ মর্কেটের ব্যবসায়ীদের। পুরসভার বাজার দফতরের নব নিযুক্ত মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি'র বক্তব্য, এত বিদ্যুৎ চুরির দায়ভার পুরসভা আর বহন করবে না। পুরসভা মহানাগরিকের প্রস্তাব মতো একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর পুরসভার মাধ্যমে নয়, এবার সরাসরি সিইএসসি'র থেকে দোকানদাররা বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে নিক। সেই মর্মে পুরসভা ব্যবসায়ীদের 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' দিয়ে দেবে। জনাব আমিরুদ্দিন আরও জানান, স্বাধীনতার পর ঐতিহাসিক পুর মার্কেট সহ বাকি ৪৫টি পুরবাজার বিষয়ে পুরসভা এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এবার থেকে কেবল নিউ মার্কেট নয় পুরসভার বাকি ৪৫টি বাজারের ব্যবসায়ীরা সিইএসসি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে নিক। কোথায় চুরি হচ্ছে সিইএসসি নিজেই সেই চুরির বিষয়ে নজরদারি করুক। প্রসঙ্গত, এসএস হগ মার্কেটের পুরনো কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৫টি ও নতুন কমপ্লেক্সের সর্বমোট ১০০০ টি দোকানের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে সর্বমোট ১৬টি সোর্স থেকে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৮ আগস্ট – ১৪ আগস্ট, ২০১৫

বানভাসি

বানভাসি বাংলায় বন্যার অশনি সঙ্কেত অনেক আগেই ছিল। তবু এবার আর ম্যানমেড কিংবা উওম্যান মেড বন্যা বলে কোনও তরফে কোনও দাবি ওঠেনি। গ্রাম বাংলার বার্ষিক ভবিতব্য বন্যা। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের নানা তরজার গান এই সময় শোনা যায়। বানভাসি মানুষজন সেই খোলা আকাশের নিচে কিংবা ন্যাৎসি বন্দি শিবিরে দৈনন্দিন জীবন কাটান কিছু দিনের জন্য। কিছু মানুষের কিছু ক্ষতি, বহু মানুষের অনেক ক্ষতি। এই নিয়েই বাংলার বার্ষিক বন্যাচিত্র।

খয়রাতির আসরে অনেক চেনা অনেক অচেনা মানুষের ভিড়। চির চেনা বন্যাকে চিরদিনের জন্য আটকাবার সেই পরিকল্পনা, সেই আন্তরিকতা, সেই বাস্তব ভাবনা পরিবর্তনের আগেও ছিল না পরেও না। নইলে সংবাদ মাধ্যমে বানভাসি মানুষের মর্মস্পর্শী দৃশ্য দিনের পর দিন দেখতে হত না। কেন্দ্র–রাজ্যের চিরন্তন দ্বন্দ্বের মাঝে একটাই প্রশ্ন বারংবার ঘুরে ফিরে আসে সাধারণ মানুষের এই অসহায়তার শেষ কোথায়? পঞ্চায়েত থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সর্বত্রই রয়েছে মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের আর্থিক তাগিদ ও প্রতিশ্রুতি। কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যে দূরত্ব আজও রয়ে গিয়েছে এবং সেই দূরত্ব যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে মানুষের দুর্গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

লোক দেখানো নানা তথ্যানুসন্ধান, প্রকল্প, কাজের সঙ্গে প্রচারের পাল্লা ইত্যাদি নানা অনুসঙ্গ শেষে ফি–বছর বন্যাই ভবিতব্য থাকে গ্রাম বাংলার মানুষের জন্য। নদীপাড় ভাঙনের মতোই নদীবক্ষে পলির বিস্তার নদীর গতিপথকে বাধ্য করে জনপদকে ভাসিয়ে দিতে। দেশে অর্থনীতিবিদ, নদীবিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কিংবা দক্ষ কারিগর প্রযুক্তিবিদের অভাব নেই। নদীমাতৃক বাংলায় বন্যা আটকাবার কিংবা বন্যা থেকে কৃষিজমি রক্ষা, কাঁচা বাড়ি রক্ষা করার মতো ভাবনা–চিন্তা দেশের কান্ডারীরা আন্তরিকতার সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভাবেননি তা স্পষ্ট। দেশ জুড়ে নদী সংযুক্তির ভাবনা–চিন্তা চললেও গ্রাম বাংলা কিংবা গ্রামীণ ভারতের গরিব কৃষিজীবী মানুষের বাসস্থানগুলির অবস্থার উন্নতি কিংবা হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সুরক্ষার স্থান গড়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্র নির্মম ভাবে উদাসীন। দেশ জুড়ে ডিজিটাল ভারত গড়ার স্বপ্ন ফেরি করা হচ্ছে, স্বচ্ছ ভারতের কিংবা নির্মল ভারতের ভাবনা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার নানা রাজনৈতিক চমক নিয়ে রীতি মতো প্রতিযোগিতা চলছে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে। বানভাসি ভারত, বানভাসি বাংলা সেদিনের মতোই আজও অসহায়। ত্রাণের টাকা আসবে যাবে, একদিন বৃষ্টি–বন্যা থেমে যাবে, আসবে ফিরে নিষ্করুণ খরার দিন। গরিব মানুষের যা হারিয়ে যাওয়া তা হারিয়ে যাবে। সেই পরিবারগুলির কাছে তাদের স্বজন হারানোর বিয়োগ ব্যথা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক দল আসবে যাবে, ঋতু পরিবর্তনের মতো নির্বাচন আসবে যাবে দেশের সত্যিকার সবহারা মানুষজনের জন্য মিডিয়ার সামনে কিংবা আড়ালে কোনও রাজনৈতিক দল চোখের জল ফেলবে না। কারণ, চোখের জলের হিসেব নিলে ভোট বৈতরণী পার হওয়া খুব মুশকিল। চোখের জলের স্বচ্ছতা থাকলেও বন্যার ঘোলা জল শুধুই রাজনীতিকদের মাছ ধরার পক্ষে অনুকূল।

অমৃত কথা

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অচল, অটল, সুমেরুবৎ। তাঁর শক্তিতে জগতের সমস্ত কাজ হচ্ছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত।

সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্ম দর্শনও হয়। তখন বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা বলবার শক্তি থাকে না।

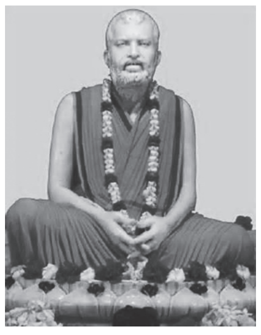

কোনও ভক্ত পরমহংসদেবের কাছে একদিন গেলেন তিনি বললেন, দ্যাখো। কাল তোমাদের কেশব এসেছিল, সঙ্গে অনেক লোক ছিল, ওই বটতলায় বসে অনেক কথাবার্তা হয়, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিছু হবে না, এই কথা শুনে একজন বললে, 'কেন মশাই! জনক রাজা তো ত্যাগ করেন নি?' তা দ্যাখো! যুগযুগান্তর ধরে জনক রাজার নাম রয়েছে যে, তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসার করেছিলেন, কিন্তু এখন দেখছি 'তোমাদের ঘরে ঘরে জনক রাজা হয়েছে।'

কোনও সময় এক যুবক তাঁকে উপদেশের ভাবে কিছু বলছিল, তাই শুনে তিনি বলেছিলেন, 'তাই তো রে! তুই আবার কি বলছিস? তা বেশ বল, তোর ঠেঁয়েও কিছু কিছু শিখি।'

এক সময় তিনি একজন হিন্দুকে হিন্দুধর্মের গুঢ় কথা বলছিলেন, সে সময় সেখানে ব্রাহ্ম–সমাজের সুপরিচিত মহলানবিস মহাশয় বসেছিলেন, পরমহংসদেব হিন্দুকে হিন্দুর মতো উপদেশ দিয়ে শেষে মহলানবিস মহাশয়কে বললেন, 'তোমরা ওরি লেজা মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।'

আর এক সময় তিনি একজন হিন্দুকে গভীর ভাবে হিন্দু ধর্মের অনেক কথা বললেন, সে সময় সেখানে একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বসেছিলেন। ব্রাহ্ম বন্ধুটি হিন্দুধর্মের প্রশংসা শুনে কেঁদে ফেলে বললেন, মশাই তবে কি আমাদের কোনও উপায় হবে না? পরমহংসদেব তাঁর কান্না দেখে কাতর হয়ে বললেন, 'না, না, তোমাদেরও উপায় হবে, তোমরা যাঁর উপাসনা কর, তিনিই তোমাদেরও পথ করে দেবেন। তোমরা যদি এদিক ওদিক গিয়ে পড় তো তিনিই তোমাদের ফিরিয়ে আনবেন, এ জগতে কেউ উপুসি থাকবে না, তবে আগু আর পিছু।'

কোনও লোক একদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'মশাই আমায় কিছু করে দিন না?' তাঁকে তিনি বললেন, 'না বাপু! তোমাদের আমি কিছু করে দিতে পারি না, তোমাদের হাড়ে হাড়ে কাম–কাঞ্চন ঢুকেছে, সহজে কিছু করতে পারবো না।' তারপর বিশেষ করে বলায় তিনি বললেন, 'তা এখানে এসো যেও, তা হলেও হবে, আর কিছু করতে হবে না।'

ফেসবুক বার্তা

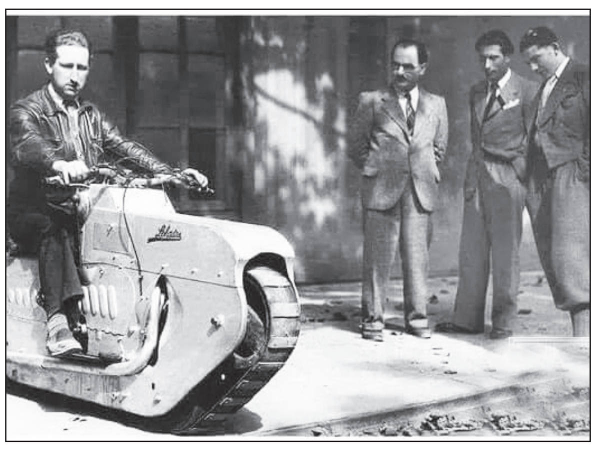

দু চাকা গাড়ির পিতৃপুরুষ অর্থাৎ আদম হল ফেসবুক চিত্রে প্রতিফলিত এই মোটর বাইকটি। ১৯৩৯ সালেই এই অদ্ভুত দর্শন গাড়িটি পথ চলা শুরু করে। পরবর্তী সময় নানা মডেলের অভিনবত্ব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এই দু চাকা যানের ক্ষেত্রে।

পরিকল্পনাহীন রাজারহাট–নিউটাউনের বাস্তুহারার ইতিকথা

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র এসপ্ল্যানেড বা ধর্মতলা থেকে বাসে একঘন্টার পথ রাজারহাট নিউটাউন উপনগরী। প্রাক স্বাধীনতা যুগে ৫৫টি মৌজা, ৩,০৭০ হেক্টর জমি নিয়ে রাজারহাট এলাকাটি ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ম্যালে ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে রাজারহাটকে জলা ও লবণাক্ত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিদ্যাধরী নদী ও বঙ্গোপসাগরের জল এই জমিকে জলা জমিতে পরিণত করেছিল। তারুলিয়া, সালুয়া, হাতিয়ারা, আটঘরা, কৈখালি, তেঘড়িয়া, মহিষবাথান, ঘুনি, বালিগুড়ি, সাত্রাগাছি, পাথরঘাটা, মহম্মদপুর, জগদীশপুর। এই সুবিশাল এলাকা জমি তিন ফসলি এমনকি চারফসলি। উচ্চবর্ণের হিন্দু–তফশিলী জাতি বা দলিত, মুসলমান শান্তি–সম্প্রীতির সাথে বসবাস করত। জনসংখ্যার বেশিরভাগ ভূমিহীন কৃষক–ক্ষেতমজুর। ৪৬–এর তেভাগা আন্দোলনে এই অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকরা পুলিশের বুটের লাথি–বেওনেটের গুলি এমনকি জেলেও গিয়েছে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে জমির ক্ষেত মজুর। ভেরির জেলেরা কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় নিজেদের জমি ও মজুরি–বৃদ্ধির দাবিতে সংগঠিত হয়েছিল। সিদ্ধার্থ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে গরিব কৃষকদের জমি জোতদাররা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় কেড়ে নেয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'অপারেশন বর্গা'র দ্বারা ভূমিহীন কৃষক ক্ষেত মজুরদের জমির পাট্টা দিয়েছিল। ক্ষেতমজুরেরা বিশ্বাস করেছিল বামফ্রন্ট তাদের নয়নমণি। জমির ওপর অধিকার দিয়ে তাদের সুখে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করতে দেবে। শর্তটা ছিল পার্টিকে ভোট, লাল ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে বিগ্রেড চলো। তারা স্বপ্নে ভাবেনি বামফ্রন্টই পেছন থেকে পিঠে ছুরি মারবে। এ জমি আমার বলতে পারবে না। সামান্য টাকা নিয়ে ভাগো। 'ঘটি বাটি ছেলে পুলে নিয়ে তোমার থাকার দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকার নেয়। 'তোমার বর্গার জমির টাকা পাবে আসল মালিক। তুমি বুড়ো–আঙুল চোষো। আর দূর থেকে দেখো সুবিশাল বহুতল। সকল বিনোদন আধুনিক শিল্প ক্ষেতমজুর জেলে তোমরা তো ইংরাজি জানো না।' আমরা তোমাদের মাতৃভাষায় গ্র্যাজুয়েট করে দিয়েছি। তবে এখানে তোমাদের কাজ জুটবে না। এই উপনগরী বিশ্বায়নের বহুজাতিক সংস্থার পেশাগত ও তথ্য প্রযুক্তি কর্মীর কর্মক্ষেত্র আবাসন।

রাজারহাট নিউটাউন উপনগরী নির্মাণের কেন প্রয়োজন হল? এই নির্মাণ হঠকারি সিদ্ধান্ত নয়। ১৯৮০র দশকে নগরায়নের স্বার্থে সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ চার্লস ক্যুরিয়ারের নেতৃত্বে এক কমিশন গড়ে তোলা হয়। এই কমিশন তার রিপোর্টে দেশে শিল্প অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে সারা দেশে ৩২৯টি নতুন কেন্দ্র এবং বৃহৎ মেট্রোপলিস গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিল। ছোট এবং মাঝারি শহর গড়ে তুলে গ্রাম বা বাইরে থেকে যারা শহরের কেন্দ্রে এসে বসবাস করছে তাদের স্থানান্তরিত করে নগরের কেন্দ্র স্থলে চাপ কমানো দরকার। ছোট শহর নির্মাণ করতে গিয়ে পরিবেশ যাতে ধ্বংস না হয় সেদিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখার ওপর জোর দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, নিউটাউন বা নতুন শহর ধারণাটি প্রথম আঠারোশো শতকে ইংল্যান্ডে ইবেনজার হাওয়ার্ড শহর বা নগরের জনবসতির চাপ পরিবেশ দূষণ, শিল্প কলকারখানা মুক্ত গার্ডেন সিটি বা উদ্যান নগরী আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে যুক্ত করেন। ভারতে নিউটাউন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কিন্তু আলাদা। নগরের জনসংখ্যা কমানো। উপনগরীগুলিতে তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র বহুতল আবাসন মল অত্যাধুনিক বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলে আধুনিক শিক্ষিত বড়লোকদের আবাসের ব্যবস্থা করা। ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ৫৯০ মিলিয়ান জনসংখ্যার জন্য ২৫টি নতুন নগরী গড়ে তোলা হবে। সেজন্য যদি কৃষিজমি নষ্ট হয়। পরিবেশ ধ্বংস হয় কিছু এসে যায় না। রাজারহাট–নিউটাউন উপনগরী নির্মাণ করতে গিয়ে ওয়েস্টবেঙ্গল হাউজিং ডেভলপমেন্ট করপোরেশন বা হিডকো ১.৫ মিলিয়ন গাছ ধ্বংস করেছে। ১ লক্ষ ৩১ হাজার স্থানীয় জনগণকে বাস্তুচ্যুত বা বিস্থাপিত করেছে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু সাধক উক্তিটি করেছিলেন, আমরা বন কাটিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছি। এই বসতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাকহীন বৃক্ষের যন্ত্রণা ও স্থানীয় মানুষের চোখের জল। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ লরেন্স সামার নগরায়নের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন, "Let them cut pollution" ভরা দূষণ গিলে খাক।

বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ১

স্বাধীনতার পর ভারতে নতুন শাসনতন্ত্র গণপরিষদ রচনা করেছে। বৃটিশ আইন কানুনের কোনও পরিবর্তন করেনি। দেশের শাসন কাঠামো থেকে শুরু করে শিল্প–জমি নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি–বিধান ১৯৪৭–এর আগে যা ছিল এখনো তাই থেকে গিয়েছে। ১৮৯৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তন ১২১ বছর পরেও সম্ভবপর হয়নি। শিল্প কৃষি আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির নির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণ না হওয়ায় কৃষকের জমি কেড়ে শিল্প কারখানা নির্মাণ অথবা চটকল বা অন্যান্য কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে আবাসন ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের আমল থেকে একচেটিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি আইনের উদাসীনতা এবং প্রোমোটার স্থানীয় পার্টিতন্ত্রের গোপন বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সহজে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া যায়। ১৮৬৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইনের ১নং ধারা ১৯৮৫ সালে সংশোধন করে বলে হয় জনস্বার্থে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট রেলপথ সড়ক নির্মাণ–আবাসন–স্বাস্থ্য অথবা গ্রামাঞ্চলের জমি কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার পুরসভা পঞ্চায়েত এমনকি ১৮৬০–এর সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট দ্বারা স্বীকৃত সমবায় সংস্থা–স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও জমি জনস্বার্থের অজুহাতে কেড়ে নিতে পারে। এই জমিকে বেসরকারী সংস্থার কাছে লিজ দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে পার্টিতন্ত্রের ফোড়েরাই শেষ কথা। জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে এক আইন পাশ করা হয়। এই বিল সংশোধন করে Right to Fair Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement বিল ২০১৪ পাশ করানো নিয়ে সংসদের নিম্নকক্ষে সরকার–বিরোধী দলগুলির মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই আইনে জনস্বার্থে সরকারের জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার দ্বারা সরকারি–বেসরকারি উদ্যোগে (পিপিপি মডেল) এবং জনস্বার্থের অজুহাতে বেসরকারি সংস্থার কৃষি জমি এমনকি বিপথে জলাজমি কিনে নেওয়ার সরকারি সিলমোহর দেওয়া হচ্ছে। এই আইন পাশ হলে কৃষকের জমি–দালালরা সস্তায় লুঠ করে নেবে।

জমি লুঠ করে নেবার আশঙ্কার কারণ শুধু কৃষি–শিল্পের সীমারেখা নির্ধারণ না হওয়া নয়। ভারতে নগরায়নের কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত রূপায়িত হয় নি। যদি তা সম্ভবপর হত তাহলে কৃষককে জমি রক্ষার জন্য সংঘর্ষে প্রাণ দিতে হত না। নগরায়নের নামে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার কাছে স্থানীয় মানুষকে উচ্ছেদ করে জমি দিয়ে দিচ্ছে অথবা একদা সিপিআইএম বর্তমানে তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে। যুক্তির খাতিরে পুরানো কাসুন্দি ঘাটতে হয়। ১৯৯৯–২০০০ সালে জমির অধিগ্রহণের সময় সরকার দ্বারা নিবন্ধকরণ জমির মূল্য ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা প্রতি কাঠা। অথচ রাজারহাটের কৃষকেরা জমির কাঠা প্রতি ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা। বেসরকারি সংস্থাগুলি স্থানীয় লুম্পেন গুন্ডাদের কাজে লাগিয়ে সস্তায় জমি কিনে নেয়। কেবলমাত্র রাজারহাট নিউটাউন উপনগরী নয়। মুম্বই, দিল্লি, হরিয়ানা, গুরগাঁও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (সেজ) স্বার্থে মহারাষ্ট্রে মাগারপাট্টায় কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে মাগারপাট্টা উপনগরী, মুম্বাই–পুনে অর্থনৈতিক করিডোরের কাছে হিন্দুস্তান কনষ্ট্রাকশন কোম্পানির (এইচসিসি) উদ্যোগে দেশে প্রথম বেসরকারি পার্বত্য নগরী লাভসায় গড়ে তোলা হয়েছে। মাদ্রাজে মহেন্দ্র ওয়ার্ল্ড সিটি, বেঙ্গালুরুর কাছে ওরাগাধামে প্যালেস গার্ডেন এইভাবেই গড়ে উঠেছে। তবে রাজারহাট উপনগরী গড়ে ওঠার ইতিহাস কিছুটা হলেও আলাদা।

উত্তর পুঁজিবাদের বিকাশে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তথ্য প্রযুক্তি নগরী বহুতল আবাসন মলের সম্ভারে বিশ্বায়নের বাজারে আন্তর্জাতিক নগরী হবে রাজারহাট। সাবেকি নাম যাই হোক। পশ্চিমবঙ্গের মেহনতি মানুষের কমরেড প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত নগরী এটাই স্বপ্ন ছিল রাজ্যের প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব, ক্রীড়া যুবকল্যাণ মন্ত্রী প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীর। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য জ্যোতি বসু নগরী নামে এ্যালার্জি রয়েছে। আর কি করা যাবে! জ্যোতি বসুও ভেবেছিলেন রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় দুর্গাপুর–কল্যাণী নামের সাথে যেমন লোকে মুখের তিনি ভাষা হয়ে আছেন, জ্যোতিবাবুও থাকবেন। বিধি বাম। স্থানীয় ভূমিচ্যুত গরিব মানুষেরা আর তার নাম করে না। রাজারহাটের যে ক্ষেতমজুর পরিবার সিপিএমের কৃষক সংগঠন কৃষক সভার সদস্য বা কর্মী হয়ে লালঝান্ডা পতপত করে উড়িয়ে যারা কৃষি বিপ্লব করার জন্য সংগঠিত হয়েছিল, সেই সব পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পিতৃপুরুষদের বিষোদগার করে 'কেন কমিউনিস্ট পার্টি করলে?' ঘটি বাটি নিয়ে রাস্তায় বসার জন্য? তাদের পাট্টাকৃত জমি কেড়ে নিয়ে, ভেড়ি বুজিয়ে উচ্চবিত্তের বিলাশবহুল আবাসনে সুখনিদ্রার জন্য! রাজারহাটের কৃষক–ক্ষেতমজুরি জেলেরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পে গফুর মিঞা। নিজের প্রাণাধিক প্রিয় মহেশকে ঋণের দেনায় ভিটে মাটি হারিয়ে মেয়ে আমিনাকে নিয়ে চলেছে 'চিমনির ধোঁয়া' দেখা যায় দূরে শহরে কাজের সন্ধানে। আজ চিমনির ধোঁয়া ওঠেনা। মিলের সাইরেন বন্ধ। তথা প্রযুক্তির বিপ্লবে অভাগা কুলি মজুর শ্রমিকের আবাস্থল এই উপনগরী নয়। পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত স্মার্ট সুবেশা বিত্তবানদের জন্য নিউ টাউন। বাস্তুচ্যুত ভুখা মানুষেরা দেখতে পায় শুধু দূরে বহুদূরে গগনচুম্বী আবাসন।

ভুবনডাঙার পাঁচালী

স্বপ্ন যাকে রাত্রে ঘুমোতে দিত না

ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি প্রয়াত হলেন। আমরা সৌভাগ্যবান তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর গুরুত্ব, তাঁর জ্ঞান যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলাম সচরাচর যেটা আমরা করতে পারিনা। তাই তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদে বরণ করে নিয়েছিলাম, ভারতরত্ন সম্মানেও বিভূষিত করেছিলাম। বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন জনগণের রাষ্ট্রপতি পিপলস প্রেসিডেন্ট। অন্যান্য রাষ্ট্রপতিরা গুটিকয়েক মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পান। এমন আপাদমস্তক ভারতীয় কদাচিৎ মেলে। যাঁর ধ্যান জ্ঞান, স্বপ্ন ও সাধনা সবই ছিল ভারতের কল্যাণে। রাষ্ট্রপতি পদে যখন তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়, তখনও এই রাজনীতি দীর্ণ দেশে তার বিরোধিতা হয়েছিল, এমন কথাও বলা হয়েছিল কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে তিনি মোটেই বৈজ্ঞানিক নন। বড়জোর একজন প্রযুক্তিবিদ। পরে অবশ্য সেই বিতর্ক আর ধোপে টেকেনি। শক্তিশালী ভারত এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই দেশের শক্তি উন্নয়ন এই ছিল তাঁর ধ্যান। বহু উচ্চপদে থেকেও কখনও নিজের

আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। বিস্মৃত হন নি কর্তব্য কর্ম থেকে। বৈভবে গা ভাসান নি। আজন্ম কৌমার্যের ব্রত পালন করে গিয়েছেন। ছাত্রদরদী, যুবশক্তির প্রেরণা কালাম সাহেব ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ভারতবর্ষের যোগ্য অভিভাবক। আমরা অভিভাবকহীন হলাম। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাধনায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যুবশক্তির প্রেরণাদাতা রূপে চিরকাল তিনি বন্দিত হবেন। দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা রূপে বন্দিত হবেন। একটা দিন কী নির্দিষ্ট করা যায় না তাঁর নামে যার সঙ্গে এদেশের কল্যাণ স্বপ্নকে যুক্ত করা যাব।

এদেশে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় রাস্তার নামকরণ করে যান, নির্মাণ করেন স্মৃতিসৌধ। কী আশ্চর্য কালাম সাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছেন তাঁর মৃত্যুতে যেন সরকারি ভাবে ছুটি ঘোষণা করা না হয়। যদি সত্য সত্যই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়, তবে যেন একদিন বেশি কাজ করেন দেশের মানুষ। এইখানেই কালাম সাহেবের স্বাতন্ত্র্য।

অন্যান্য রাষ্ট্রপতি তাঁদের মেয়াদ শেষে প্রায় বিস্মৃতির অতলে চলে যান, কিন্তু কালাম সাহেব এক্ষেত্রেও অনন্য। পদ থেকে চলে যাওয়ার পরেও তিনি অক্লান্ত কর্মী থেকেছেন। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকাকালীন তাঁর যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই মান্যতা তিনি পেয়ে এসেছেন। কালাম সাহেব অমর রহে। তাঁর আদর্শ আমাদের উদ্দীপিত করুক। ভারত বিশ্বসভায় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হোক। শক্তিশালী রাষ্ট্রই নিজে সম্মান আদায় করে নেয়, আমরা তাঁর এই বিশ্বাসের যেন মর্যাদা রক্ষা করি।

ইস্টবেঙ্গলের লজেন্স দিদি

পেটের টানেই মাঠমুখী। দিনভর লজেন্স বিক্রি করেই চলে সংসার। আমার নাম যমুনা দাস। বাবা আদর করেই নাম দিয়েছিলেন। খুব ছোটবেলায় তাকে হারিয়েছি। আসলে আমাদের মতো অনেক যমুনার জীবন দর্শন এমন এক টুকরো স্বস্তি খুঁজে বেড়ানো। আমি তার হদিশ পেয়েছি ময়দানের ফুটবল মাঠে। লজেন্স বিক্রি করে জমা করি তৃপ্তি। পেটের ভাত যোগানোর তাগিদ তো আছেই। আর তার সঙ্গে উপরি পাওনা অর্ণব মণ্ডল, প্রহ্লাদ রায়, দীপক মণ্ডল, অর্ঘ মণ্ডল থেকে বাইচুং, মেহেরাজরা পর্যন্ত। ওরা যখন দিদি বলে হাত তুলে দেয়। আমি তখন সত্যিই কেঁদে ফেলি। আর গ্যালারিতে গ্যালারিতে ভাইয়েরা যখন আমার হাত থেকে লজেন্স নেওয়ার জন্য ভিড় জমায় তখন লড়ে নেওয়ার রসদ মিলে যায়। সেখানে তখন ১৯৯৩ সাল, এটা সেটা করেও চলার পথ খুঁজে পাই না। তখনই দেখা ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জিত

মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উনিই বললেন, চলো তোমাকে নিয়ে যাই এমন এক জায়গায় যেখানে নেই বিভেদের ছায়া শুধু অনাবিল আনন্দ। সেই আমার ময়দানের লজেন্স দিদি হয়ে ওঠার কাহিনী। কল্যাণী স্টেডিয়ামে যমুনার জীবনের ওঠাপড়ার নানা কথা শোনালেন এই প্রতিবেদককে। তার বাড়ি আগরপাড়ার কুসুমপুর বটতলায়। মাত্র ৫০ টাকা নিয়ে ময়দানে লজেন্স বেচতে আসা। প্রথম প্রথম প্রচণ্ড ভয় লাগতো। এত লোক, এত পুলিশ, কে আমার থেকে লজেন্স নেবে। যদি সবকিছু কেড়ে নেয়। এখন বৈঠকখানা বাজার থেকে নিয়ে আসি লজেন্স। বড় ম্যাচ থাকলে হেসে খেলে সাতশো, আটশো টাকা। আর খেলা না থাকলে তখন মিটিং মিছিল দেখতে হয়। এক সময় হাজির হয়েছি বামফ্রন্টের মিটিং ব্রিগেডে। এখন অনেকে আমায় বলে হ্যারে যমুনা তুই তো মস্ত বড় হয়ে গিয়েছিস। টিভিতে দেখলাম বাইচুং ভুটিয়ার পাশে কদিন আগে হ্যাপি পেরেন্টস ডে অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। তবে একমাত্র ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে মাঠে যাই। সেই ইস্টবেঙ্গল আসিয়ান কাপ জেতার পর ইস্টবেঙ্গলকে সংবর্দ্ধনা জানাতে হাজির ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সকলে ওনার সই নিচ্ছেন। আমিও সাহস করে এগিয়ে গেলাম। কি নাম আপনার। খস খস করে সই দিয়ে বললেন এভাবেই লড়ে যান। কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না। তার স্বামী রাজা দাস শারীরিক অসুস্থ থাকার দরুণ কোনও কাজকর্ম করতে পারেন না। তাই বলতেই হয় লজেন্স দিদি যুগ যুগ জিও।

মোহনবাগান দিবস

তেরো বছরের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আইলিগের স্বাদ পেয়েছে শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাব। তারই দরুণ ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে সভ্য–সমর্থকদের কাছে শারদোৎসবের মতোই আনন্দদায়ক। বুধবার সন্ধ্যায় ঐতিহ্যশালী এই তাঁবুতে অনেকটা মহালয়ার মতো পরিবেশ ছিল।

আবার ১০০ বছর পরে শিবদাস, অভিলাষ
কলকাতার রাজপথে
"অমর একাদশ"
ঐতিহ্য

অনেক বছর পর ভারতে সেরা হওয়ার গর্বে গর্বিত সবুজ মেরুন জনতা। গোটা তাঁবু ঝলমল করছে আলোয়। বাজছে সানাই, রবীন্দ্রসঙ্গীত। ক্লাবে একরকম গমগমে পরিবেশ। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই মোহনবাগান প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ব্রিটিশ দল ইস্টইয়র্ককে পরাজিত করে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল। তবে এদিন আসল অনুষ্ঠান পালিত হয়নি। বাতিল করা হয়। আগামী ২২ আগস্ট নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১২৫ বছরের পূর্তি উৎসবে মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন। সেইদিন অরুময় নৈগম এবং করুণাশংকর ভট্টাচার্যকে মোহনবাগান রত্ন তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি। এছাড়া হাজির করানোর চেষ্টা চলছে বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন, কিন্নরকন্ঠী গায়িকা আশা ভোঁসলে, শততম টেস্ট সেঞ্চুরির মালিক শচীন তেন্ডুলকর ও ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে, বলেন সচিব অঞ্জন মিত্র। এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং আরও নামজাদা ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এদিন প্রতিবছরের মতো দুটি নার্সারি টিম ও মোহনবাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের খেলা হয়। তবে চলচ্চিত্র জগতের আর্টিস্ট ফোরাম ও ক্রীড়া সাংবাদিক একাদশের খেলাটি উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দেয়।

রফিক কবি

কবি রফিক উল ইসলামের জন্ম ১৯৫৪ সালের ২ আগস্ট, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সুশিক্ষা তো বটেই তার পাশাপাশি শিখেছেন চরকায় সুতোকাটা, তাঁতবোনা। রামকৃষ্ণ মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও প্রার্থনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে কর্মজীবন শুরু করেন সরকারি ব্যাঙ্ক কর্মচারী হিসাবে। তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় আশির দশকের গোড়াতে। ২০০৮ সালে দুই বাংলা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর কিশোর কবিতা গ্রন্থ 'হাওয়ার কানে মেঘের দুল'। পশ্চিমবঙ্গের ইংরাজি সাহিত্যের লেখক রুদ্র কিংশুক ২০০৮ সালে 'The Magic Bridge' নামে রফিক উল ইসলামের নির্বাচিত কবিতাগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। পেয়েছেন অনেক পুরস্কার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বাসন্তী সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ
বাসন্তী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
সোনাখালী, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা

পত্রাংক : ২৫৮/আই.সি.ডি.এস./বাস তারিখ ০৬/০৮/২০১৫

বিজ্ঞপ্তি

বাসন্তী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলির জন্য কিছু সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং অঙ্গওয়াড়ী সহায়িকা পদের নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সংরক্ষণ তালিকা অনুসারে কেবলমাত্র মহিলা প্রার্থীদের নিম্নেবর্ণিত শর্তে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। এই নিযুক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা সেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত অঙ্গওয়াড়ী কর্মী/সহায়িকারা কখনই সরকারী কর্মী রূপে গণ্য হইবে না।

		অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী	সহায়িকা
০১	শূন্যপদ	১৩	৩২
০২	সংরক্ষণনীতি অনুসারে শূন্যপদ	সাধারণ : ০৫ তপশীলি জাতি : ০৩ তপশীলি উপজাতি : ০১ অন্যান্য অনগ্রসর জাতি : A=০২, B=০১ শারীরিক প্রতিবন্ধী : ০১	সাধারণ : ১৫ তপশীলি জাতি : ০৮ তপশীলি উপজাতি : ০২ অন্যান্য অনগ্রসর জাতি : A=০৩, B=০৩ শারীরিক প্রতিবন্ধী : ০১
			চড়াবিদ্যা– ০৩, চুনাখালী – ০১, আমঝাড়া – ০২, ফুলমালঞ্চ – ০৫, কাঁঠালবেড়িয়া – ০৩, উত্তর মোকামবেড়িয়া – ০২, রামচন্দ্র খালী – ০৫, বাসন্তী – ০২, মসজিদবাটী – ০১, ভরতগড় – ০৩, জ্যোতিষপুর – ০৩, নফরগঞ্জ – –, ঝড়খালী – ০২
০৩	নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ০১.০৮.২০১৫	অনুমোদিত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পাশ	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ
০৪	বয়স ০১.০৮.২০১৫ তারিখ	১৮ থেকে ৪৫ বছর।	১৮ থেকে ৪৫ বছর
০৫	অবসর গ্রহণের বয়স	৬৫ বছর	৬৫ বছর
০৬	কার্যক্ষেত্র ও নিযুক্তি তালিকা	প্রকল্প অঞ্চল ভিত্তিক	গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল ভিত্তিক
০৭	সাম্মানিক ভাতা প্রতি মাসে বর্তমান	৩০০০টাকা তৎসহ ১৩৫০ টাকা	১৫০০ টাকা তৎসহ ১৩৫০ টাকা
০৮	কাজের পরিধি	(১) গ্রামাঞ্চলে বা শহরে ১০০০ জন সংখ্যা পিছু একটি কেন্দ্র, সেটা কোনো ক্লাবের মধ্যে বা কোনো ব্যক্তিগত গৃহে একটি স্থানের মাধ্যমে এই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কাজ করতে হয়। (২) এলাকার প্রসূতি মা, গর্ভবতী মা, ৭ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষা পরিপূরক পুষ্টি, প্রতিষেধকের ব্যবস্থা, মাতৃসভা ইত্যাদি পরিষেবা দিতে হবে। (৩) কেন্দ্রের কাজ দৈনিক ছয় ঘন্টা এবং সোম থেকে শনিবার প্রতি সপ্তাহে। (৪) কেন্দ্রে রোজ রান্নাকরা খাবার শিশুদের এবং মায়েদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। (৫) একজন সহায়িকা এ কাজের জন্য অঃকর্মীকে সাহায্য করেন। (৬)সহায়িকার অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রে রান্না/খাবার পরিবেশন ব্যবস্থা/রান্নার বাসন কোসন ধুয়ে মুছে রাখার ব্যবস্থাও করতে হয়। (৭) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নিজস্ব কাজ ছাড়াও নানা ধরনের সব কাজ যেমন নির্বাচন সংক্রান্ত, পালসে পোলিও, জনগণনার কাজ ইত্যাদিও মাঝে মাঝে করতে হয়।	(১) গ্রামাঞ্চলে বা শহরে ১০০০ জন সংখ্যা পিছু একটি কেন্দ্র, সেটা কোনো ক্লাবের মধ্যে বা কোনো ব্যক্তিগত গৃহে একটি স্থানের মাধ্যমে এই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কাজ করতে হয়। (২) এলাকার প্রসূতি মা, গর্ভবতী মা, ৭ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষা পরিপূরক পুষ্টি, প্রতিষেধকের ব্যবস্থা, মাতৃসভা ইত্যাদি পরিষেবা দিতে হবে। (৩) কেন্দ্রের কাজ দৈনিক ছয় ঘন্টা এবং সোম থেকে শনিবার প্রতি সপ্তাহে। (৪) কেন্দ্রে রোজ রান্নাকরা খাবার শিশুদের এবং মায়েদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। কেন্দ্রের রান্নাকরা খাবার পরিবেশন করা, বাসন কোসন ধোওয়া মোছা, কেন্দ্র পরিষ্কার রাখার সব দায়িত্ব সহায়িকার। (৫) অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীর অনুপস্থিতিতে সহায়িকাকে কর্মীর অন্যান্য কাজও করতে হয়।
০৯	প্রশিক্ষণ	নিয়মানুযায়ী প্রতিটি প্র শিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক	নিয়মানুযায়ী প্রতিটি প্র শিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক
১০	বাসিন্দা	প্রকল্প অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে	যে গ্রাম পঞ্চায়েতে/ওয়ার্ডে শূন্যপদ সেই পঞ্চায়েতে/ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে
১১	পরীক্ষা	লিখিত পরীক্ষা–৯০ নম্বর, মৌখিক পরীক্ষা–১০ নম্বর	লিখিত পরীক্ষা – ৯০ নম্বর, মৌখিক পরীক্ষা–১০ নম্বর
১৩	দরখাস্ত জমা দেবার শেষ তারিখ	১৬–০৯–২০১৫	
১৪	দরখাস্ত তোলার ও জমা দেওয়ার উপায় ও নিয়ম	শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের উপরোক্ত করণে ১৭.০৮.২০১৫ থেকে ১৬.০৯.১৫ যে কোন কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত (শনিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত) দরখাস্ত সংগ্রহণ করার জন্য প্রার্থীকে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড এবং মার্কশিটের ফটো কপি অথবা মাধ্যমিক পাশ/সমতুল পরীক্ষার পাশের সার্টিফিকেটের ফটো কপি দেখিয়ে দরখাস্ত সংগ্রহ করতে হবে। দরখাস্ত জমা করার জন্য প্রার্থীকে নিজের নাম ঠিকানা লেখা খামে যে পদের জন্য আবেদন করছেন সেই পদের উল্লেখ করে মুখ বন্ধ করা খামে জমা করতে হবে।	
১৫	আবেদন পত্রের নমুনা	কেবলমাত্র অফিস থেকে প্রাপ্ত ফর্মের আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।	
১৬	প্রত্যয়ন	স্ব–প্রত্যায়িত ও প্রতিলিপি অবশ্যই পাঠযোগ্য হইতে হইবে।	
১৭	আবেদন পত্রের সঙ্গে দেয় প্রমাণপত্রের এবং শংসাপত্রের প্রতিলিপি	১। তিনটি স্বপ্রত্যায়িত সাম্প্রতিকতম পাসপোর্ট ছবি (৬টাকার বৈধ ডাকটিকিট যুক্ত ২টি খামে অন্যটি দরখাস্তে) ২। বয়সের প্রমাণ (মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রবেশপত্র/শংসাপত্র) ৩। বাসস্থানের প্রমাণপত্র : রেশন কার্ড/ভোটার আই.ডি কার্ডের প্রত্যায়িত ফটোকপি অথবা সংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, ডিএম, এ.ডি.এম., এস.ডি.ও., বি.ডি.ও., পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, পৌরসভার চেয়ারম্যান, পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরের যে কোন তারিখে প্রদত্ত বাসস্থানের প্রমানপত্র (যে কোন একটি)। ৪। নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র ৫। তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি ও অনগ্রসর জাতি হলে সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর প্রদত্ত ও প্রত্যায়িত গ্রাহ্য হইবে।	

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীপদে ও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পধে নিয়োগ পদ্ধতি :

১) অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীপদে ও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদে একটি লিখিত পরীক্ষা এবং একটি মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা হবে।

লিখিত পরীক্ষা	৯০ নম্বর
মৌখিক পরীক্ষা	১০ নম্বর
মোট পরীক্ষা	১০০ নম্বর

২) লিখিত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে গেলে প্রার্থীকে অন্তত ৩০ নম্বর পেতে হবে। যে সকল প্রার্থী লিখিত পরীক্ষাতে অন্তত ৩০ নম্বর পাবেন একমাত্র তাদেরকেই মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।
৩) লিখিত পরীক্ষার যোগ্যতা অর্জনকারী প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে, তার প্রার্থীপদ বাতিল বলে বিবেচনা করা হবে। মৌখিক পরীক্ষাতে কোন যোগ্যতা নির্ধারক নম্বর থাকবে না।
৪) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে।
৫) লিখিত পরীক্ষার পাঠক্রম :

অ)	বাংলা রচনা ১৫০ শব্দের মধ্যে (অষ্টম শ্রেণী মানের)	১৫ নং
আ)	পাটিগণিত (অষ্টম শ্রেণী মানের)	২০ নং
ই)	পুষ্টি, স্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থা	১৫ নং
ঈ)	ইংরাজী (ইংরাজী ভাষাতে সাধারণ জ্ঞান, অনুবাদ অষ্টম/নবম শ্রেণীর মানের)	২০ নং
উ)	সাধারণ জ্ঞান	২০ নং

(ঊ) উপরোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী অঃ কর্মী ও অঃ সহায়িকা পদের প্রার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্র করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

১। এই নিযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের আদেশনামা No.–288/SW date–25.01.2006, No. 3104–SW/3s–225/05 date–19.09.2013. 4039–SW date 20.12.13 এবং 4040–SW 20.12.2013 প্রযোজ্য।
২। এই নিযুক্তি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ৩টা অবধি শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণে পাওয়া যাইবে।
৩। কোন তথ্য ভুল বা অসংগত দিলে, উপরোক্ত শর্ত লঙ্ঘন করলে আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হইবে ও এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হইবে না।
৪। শুধুমাত্র নির্ভুল আবেদন পত্রের ভিত্তিতেই পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাওয়া যাইবে।
৫। আবেদন পত্র কোন অস্বাক্ষরিত পরিবর্তন অসংগত বলে বিবেচিত হইবে।
৬। জমা আবেদন পত্রে কোনও পরিবর্তনের অনুরোধ বিবেচিত হইবে না।
৭। পদে নিযুক্তির পরে যদি জানা যায় কোন তথ্য ভুল বা অসংগত ছিল বা উপরোক্ত শর্ত লঙ্ঘন করেছিল তৎক্ষণাৎ সেই নিযুক্তি বাতিল হইবে।
৮। কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হবার জন্য কোন গাড়ী ভাড়া বা রাহা খরচ পাওয়া যাইবে না।
৯। পদের সংখ্যা প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে পারে।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বাসন্তী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পত্রাংক ২৫৮/১(১৫)/আই.সি.ডি.এস./বাস তারিখ– ০৬.০৮.২০১৫

জ্ঞাতার্থে ও ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের স্থানে প্রদর্শনের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১। যুগ্মসচিব, নারী ও শিশু এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা–৭০০ ০৯১
২। সমাজকল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, জুভেনাইল কোর্ট বিল্ডিং, সল্টলেক, কলকাতা–৭০০ ০৬৪
৩। তথ্য ও সম্প্রচার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলকাতা ৭০০ ০০১ সংবাদ পত্রে প্রকাশের অনুরোধ সহ।
৪। জেলা সমাহর্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
৫। মাননীয় মহকুমা শাসক, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
৬। মাননীয় ডি.পি.ও. আই.সি.ডি.এস. দক্ষিণ ২৪ পরগণা
৭। মাননীয় বিধায়ক, বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্র
৮। মাননীয় বিধায়ক, গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র (উত্তর)
৯। মাননীয় সভাপতি, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতি
১০। মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বাসন্তী দক্ষিণ ২৪ পরগণা
১১। মাননীয় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতাল
১২। মাননীয় ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, বাসন্তী
১৩। মাননীয় পোষ্টমাস্টার বাসন্তী
১৪। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, বাসন্তী থানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
১৫। অফিস নোটিশ বোর্ড

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বাসন্তী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বহনের– শাসন

SOUTH 24 PARGANAS DISTRICT TRUCK OWNERS' WELFARE ASSOCIATION
51, Diamond Harbour Road, Kolkata-700 038
Ph: 033-2446 3926 Mob: 94333 71425

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ট্রাক অনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গত ২৬ জুলাই তারাতলায় ব্রিটানিয়ার ১ নং গেটে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। যেখানে কলকাতা কর্পোরেশনের ৮০ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা জাবেদ আনোয়ার খান প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আবেদন করেন। ছবি: সোমতাপস

দুর্গত এলাকা নিয়েও সেই 'আমরা–ওরা'

প্রথম পাতার পর

এখানে নতুন করে বাঁধ তৈরি না হলে ভরা কোটালে জল ঢুকলে প্রায় ২ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। এখানে কংক্রিটের দেওয়াল তুলে গ্রামকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দেন অরূপ। এরপর মদনগঞ্জে ত্রাণ শিবিরে থাকা শতাধিক দুর্গতের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন মন্ত্রী। এখান থেকে বেরিয়ে মন্ত্রী চলে আসেন মন্দিরবাজারের রঘুনাথপুরের একটি ত্রাণ শিবিরে। এখানে লাগাতার বৃষ্টিতে বিঘের পর বিঘে জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে বীজতলা, সবজি। ভেঙে পড়েছে প্রচুর কাঁচা বাড়ি। এরপর মন্ত্রীরা ডায়মন্ডহারবারের সাগরিকাতে এসে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। জেলার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার পাশাপাশি দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী অরূপ। পরে সংবাদমাধ্যমকে অরূপ বলেন, 'বিরোধী এবং বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম ত্রাণ নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করছে। ত্রাণ পর্যাপ্ত আছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সবকিছুর তদারকি করছেন। তাঁর নির্দেশে দলমত নির্বিশেষে সকল দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে সরকার। সুন্দরবনের বেশ কিছু নদী ও সমুদ্র বাঁধের ফাটল দিয়ে জল ঢুকছে। দ্রুত বাঁধ মেরামতি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানকার গৃহহীনদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।'

স্লুইস ভেঙে প্লাবিত ৫ গ্রাম

প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর ও স্থানীয় এসসি, এসটি সেলের চেয়ারম্যান প্রবীর দাস সর্বক্ষণ ছিলেন। এলাকার সমস্ত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করে এসসি/এসটি সেলের চেয়ারম্যান প্রবীর দাস বিধায়কের হাতে তুলে দেন। সম্প্রতি আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় বিধায়কের তৎপরতায় স্লুইস গেটের আংশিক মেরামতের কাজ শুরু হয়। ফলতা ব্লকে এসসি/এসটি সেলের চেয়ারম্যান প্রবীর দাস জানান 'আমরা এখন বাসিন্দাদের নিয়ে স্লুইস গেটের মেরামতির কাজ টিন দিয়ে শুরু করেছি। বিধায়ক আমাদের এখানে বহুবার এসেছেন এবং বিধায়কের উদ্যোগে আমরা আংশিক মেরামতি শুরু করেছি। এছাড়া আমরা এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ এলাকায় পাঠাতে পেরেছি।'' ডায়মন্ড হারবারে প্রশাসন ভবনে বুধবার মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ফলতা প্রসঙ্গে জানান যে ৩টি স্লুইস গেট ভেঙেছে তা খুব তাড়াতাড়ি মেরামতির কাজ শুরু হবে। কেওড়াতলা থানার সামনে আর গোতলা রাজারামপুর বুড়ি পোড়া এলাকায় এই ৩টি স্লুইস গেট খুব শীঘ্রই বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গোপালপুর রুবিয়া ব্রিজ ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২০ ফুট ব্রিজ তৈরি হবে। আগামী কিছু দিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে এলাকার সমস্ত চাষযোগ্য জমি, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্তের রিপোর্ট, রাস্তা ঘাট ভেঙে যাওয়ার সমস্ত একটা তালিকা জেলাশাসকের কাছে জমা দেন ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। মন্ত্রী ক্ষতিপূরণ দেবার আশ্বাস দিয়ে যান। ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ জানান, 'আমরা সবসময় এলাকায় মানুষের পাশে আছি। আগেও ছিলাম, ভবিষ্যতে থাকব। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কথামত সারাক্ষণ বন্যা কবলিত দুর্গত মানুষদের সঙ্গে ছিলাম। ত্রাণ পাঠানো তাদের বাড়িঘর পরিদর্শন করা, জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া সবই আমরা দায়িত্ব সহকারে এলাকার মানুষের কথা মাথায় রেখে কাজ করে চলেছি।''

ট্রলার আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার কাকদ্বীপ অক্ষয়নগরে ৩টি মাছ ধরা ট্রলার বাংলাদেশের জলসীমানায় ঢুকে পড়ায় আটক করেছে ওপারের উপকূলরক্ষী বাহিনী। তিনটি ট্রলারে মোট ৪৩ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। এদের উদ্ধারের জন্য জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

ত্রাণের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার কাকদ্বীপের ১১টি অঞ্চলে ত্রাণ না পৌঁছনোর অভিযোগে কাকদ্বীপ বিডিও অফিস ঘেরাও করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীকের করণ
ফলতা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
গ্রাম ও পো:–সহরার হাট, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্মারক নং–১৩৫/আই.সি.ডি.এস/এফ.এল.টি তারিখ:০৭।০৮।২০১৫

বিজ্ঞপ্তি

ফলতা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য ভারতীয় নাগরিক তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা: অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী: ৩, অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা: ৪। যোগ্যতা: ক) অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী: শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পাস। খ)অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা: শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ন। বয়স: সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ০১.০৮.২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ৪৫ বছর। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদের প্রার্থীদের দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার বাসিন্দা ও সহায়িকা পদের প্রার্থীদের অবশ্যই ফলতা ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদন পত্রের নমুনা ও অন্যান্য বিশদ বিবরনের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীক, ফলতা / সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারীক, ফলতা / ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যথাযথ ভাবে পূরণ করা আবেদন পত্র ০৭/০৮/২০১৫ থেকে ৩১/০৮/২০১৫ পর্যন্ত কাজের দিন বেলা ১২:০০টা থেকে ৩:০০টা পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
শিবব্রত রায়
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীক
ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৯০৯(২)/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ (দঃ) /০৭/০৮/১৫

নদীবাঁধ ভাঙার সত্যিগল্প

প্রথম পাতার পর

নদীবাঁধেই একজনের ইঁট ছিল, তিনি নিজেই বললেন, আমার ইঁট ভাঙা বাঁধে ফেলুন, গ্রামটা বাঁচুক তারপর দেখা যাবে। গ্রামের মানুষ, পুলিশ, সকলেই ইঁট বইছেন। সে এক মানবিক দৃশ্য। রাত দেড়টা বেজে গেল। হঠাৎ পুলিশ জিপের যে যুবক ড্রাইভার ইঁট বইছিলেন, সে চিৎকার করে বলে, হাতে কি যেন কামড়াল। টর্চ মেরে দেখা গেল সর্পাঘাতের মতো দাগ। নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুচিশা লক্ষীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। ইতিমধ্যেই সোনালী গুহর এলাকা প্রতিনিধি গোরাচাঁদ সাঁতরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন। রাত তিনটে নাগাদ কাজ শেষ হল। আপাতত আর জল ঢুকছে না। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সকালে সেচ দফতরের লোকজন এসে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু চরম বিপদ থেকে রক্ষা। অত গভীর রাতেও বুচানবাবু, বিডিও, আইসির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ।

অদম্য জীবন

জন্মান্ধ আইএফএস বেনো জেফিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ জুনের আগে পর্যন্ত তাঁকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একজন অফিসার হিসাবেই সকলে চিনত। কিন্তু ১২ তারিখের পর মানুষ তাঁকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। বছর ২৫-এর জন্মান্ধ বেনো জেফিন ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রক দফতরে যোগদান করেছেন। ৬৯ বছরের ভারতের বিদেশমন্ত্রক দফতরে যা প্রথম।

চেন্নাইয়ের বাসিন্দা বেনো জেফিন এখন ভারত সরকারের বিদেশ দফতরের একজন অফিসার। মাত্র ২৫ বছর বয়সে অসাধ্য সাধন করে যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন তা এক কথায় নজিরবিহীন। প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে যে মনোবল নিয়ে তিনি এগিয়েছেন তাঁর সিংহভাগ কৃতিত্ব তিনি তাঁর বাবা-মাকে দিতে চান। কারণ রেলকর্মী বাবা জীবনে চলার পথে ছোট থেকেই তাঁকে সাহস জুগিয়ে এসেছেন। কখনই বুঝতে দেননি শারীরিক সমস্যার দিক থেকে আর পাঁচজনের থেকে সে পিছিয়ে। বরং বলতে সরকারি উচ্চপদে তাঁকে বসতে হবে। একথা মাথায় রেখেই এগিয়েছিল বেনো। ব্রেইল পদ্ধতিতেই তাঁর পড়াশোনা। এইভাবেই তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হন। গ্র্যাজুয়েট হয়েই স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে যান। বাবা যেহেতু বলেছিলেন সরকারি উচ্চপদে বসতে হবে তাই তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের কাছে প্রতিবন্ধকতা হার মানতে বাধ্য হয়। ২০১৩ সালে ইউপিএসসি পরীক্ষায় বসেন তিনি।

পরীক্ষায় তাঁর র‍্যাঙ্ক হয় ৩৪৩। বেনোর এই সাফল্যে সারাদেশে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কারণ যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয় সেখানে একজন দৃষ্টিশক্তিহীন মেয়ে খুব অল্প বয়সেই ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস-এর মতো পদে নিযুক্ত হলেন। পরীক্ষায় বসার জন্য বেনো আইএএস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিতেন। প্রতিষ্ঠানের এম ডি জানান, ''প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না বেনো তাঁর বাবাকে প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে বলতেন, বেনো তা একমনে শুনতেন।'' শুধু সংবাদপত্রই নয়, সমস্ত বই ব্রেইল পদ্ধতিতে না থাকার জন্য মাকে সেই বই পড়তে বলতেন। তা শুনেই মনে রাখতেন বেনো।

তাঁর জীবনের অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্তটি হলো ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক থেকে পাওয়া ফোন। ফোনেই তিনি নিশ্চিত হন যে আইএফএস পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। মুহুর্মুহু বাজতে থাকে মোবাইল ফোন। হাজারো শুভেচ্ছাবার্তা। বাবাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি সফল হয়েছেন। ৬০ দিনের ট্রেনিংয়ে যাচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি অন্যদেরকে উৎসাহিতও করেছেন আগামী দিনে তারা কীভাবে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছবে। তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণ ভারত জুড়ে বেনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হচ্ছেন। তাঁর মতো শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ আজ সাধারণের আদর্শ। সব জায়গায় তিনি একটাই কথা বলছেন, ''প্রতিবন্ধকতা জীবনে চলার পথে এবং নিজের স্বপ্নের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।''

এই সাফল্যের আনন্দ তিনি পরিবার-পরিজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কারণ আগামী দিনে চলার পথে বেনোর সঙ্গী বলতে তো এখন এঁদেরই বোঝায়। বেনোর এই সাফল্যে তার বাবা-মা নিজেদের গর্বিত বলে মনে করছেন। এবার তাঁরাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেয়ের সঙ্গী হয়ে দিল্লি যাওয়ার জন্য।

মা-বাবার সঙ্গে বেনো জেফিন

ভারত সরকার এবং নাগাল্যান্ডের ন্যাশনালিস্ট সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ডের মধ্যে

বিশেষ প্রতিনিধি : নাগা রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে ভারত সরকার এবং ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ডের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই আলোচনা বিগত ছয় দশক ধরে চলছিল। সম্প্রতি এই আলোচনা সফলভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার পর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে।

নাগা শান্তি আলোচনায় সরকারের মধ্যস্থতাকারী আর এন রবি ভারত সরকারের পক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। এনএসসিএন-এর তরফে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন সংগঠনের প্রধান আইজ্যাক চিশি স্যু এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী থু মুইভা। এনএসসিএন (আইএম)-এর প্রবীণ নেতৃবৃন্দ এই চুক্তিটি সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত-ও ছিলেন।

এই চুক্তির ফলে দেশের সবচেয়ে পুরনো বিদ্রোহের অবসান হল। এর ফলে শান্তি ও সমৃদ্ধির বাতাবরণের সূচনা ঘটল উত্তর-পূর্বে। এর ফলে, নাগা মানুষের জীবনে সম্মান ফিরে এল এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার নাগাল পাওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা অগ্রগতি ঘটল। অবশ্যই তার ভিত্তি হচ্ছে নাগা মানুষজনের বুদ্ধিমত্তা, তাদের সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য। বিভিন্ন সময়ে নাগা মানুষজনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে অতীতে। ১৯৯৭ -এ ফের এনএসসিএন-এর সঙ্গে নতুনভাবে একটি সুসংবদ্ধ আলোচনা শুরু হয়।

গত বছর মে মাসে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সমস্যায় সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনেকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরকালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপান্তরের ব্যাপারে তাঁর দূরদৃষ্টি সুনিপুণভাবে মেলে ধরেছেন সেখানকার সমাজে এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন শান্তি, নিরাপত্তা, যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থনৈতিক বিকাশে। সরকারের বৈদেশিক নীতি, বিশেষ করে, 'পূবের সঙ্গে কাজ করা'র নীতিটি সরকারের হৃদয় বলতে দ্বিধা নেই।

দুই তরফের আলাপ-আলোচনা সাম্য, সম্মান, বিশ্বাস এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া-র বাতাবরণে চালানো হয় যাতে ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। নাগাদের অনবদ্য ইতিহাস, সংস্কৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা তাদের ভাবাবেগ-কে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত সরকার। এন.এস.সি.এন.-ও ভারতীয় রাজনৈতিক এবং পরিচালন ব্যবস্থা -কে সম্মান দিয়েছে।

বিভিন্ন নাগা নেতার সঙ্গে সরকারের মধ্যস্থতাকারী বহু আলোচনা চালায়। এদের মধ্যে চিরাচরিত উপজাতি সংস্থা, নাগরিক সমাজ, যুব এবং ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে-ও আলোচনা হয়। এই আলাপ-আলোচনার ফলে নাগা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার হদিশ পেয়েছে সরকার। পাশাপাশি বিশ্বাস এবং বোঝাপড়ার বাতাবরণ-ও সৃষ্টি হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে নাগা নেতৃবর্গ এবং নাগরিক সমাজের প্রাজ্ঞতা এবং তাদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন এবং এই চুক্তিতে আসায় তাদের ধন্যবাদ-ও জানান। তিনি নাগা মানুষকে তাদের সমর্থন-এর জন্য এবং প্রায় দু'দশক ধরে এন.এস.সি.এন. যুদ্ধবিরতি মেনে চলায় তাদের বাহবা দেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপান্তরের ব্যাপারে তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত-ও দেন বিবৃতিতে। তাঁর বিশ্বাস চুক্তিটি নাগাল্যান্ডের আগামী দিনগুলি আরও উজ্জ্বল করে তুলবে এবং নাগা মানুষের ভবিষ্যতের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। পাশাপাশি, দেশের গর্ব এবং প্রতিপন্নতা-য় আরও একটি পালক যুক্ত হল বলে তিনি মনে করেন।

থু মুইভা নাগা মানুষদের সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে জানান এবং প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিকে ধন্যবাদ জানান। ধন্যবাদ জানান সম্মানজনক চুক্তিতে আসায়-ও।

চুক্তির কাঠামো অনুযায়ী , এ বিষয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ এবং রূপায়ণ পরিকল্পনা কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। গতকাল অনুষ্ঠানে সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত দোভাল এবং অন্যান্য বিশিষ্টবর্গ। এন.এস.সি.এন.-এর পক্ষে সমগ্র নেতৃবর্গ এবং নাগা উপজাতির প্রবীণ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মাতৃ মৃত্যু হার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার নমুনা নথিভুক্তিকরণ ব্যবস্থা (আর.জি.আই.-এস.আর.এস.)-র সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, ২০০৭-০৯-এ দেশে মাতৃ মৃত্যু হার ১ লক্ষ জীবন্ত শিশু প্রতি ২১২ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-১৩-তে ১ লক্ষ জীবন্ত শিশু প্রতি ১৬৭-তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই হিসেব অনুযায়ী, ২০১১-১৩-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মাতৃ মৃত্যু হার ১ লক্ষ জীবন্ত শিশু প্রতি ১১৩-তে এসে ঠেকেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এম.ডি.জি.)-এর আওতায় মাতৃ মৃত্যু হার ১৯৯০ থেকে ২০১৫-র মধ্যে তিন-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ২০১১ থেকে ২০১৩ -র মধ্যে আর.জি.আই.-এস.আর.এস. ব্যবস্থায় আটটি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-ও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাকি রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কেরল, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা এবং কর্ণাটক।

ডিজিটাল রেশন কার্ড

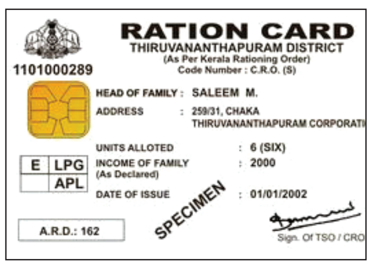

RATION CARD
THIRUVANANTHAPURAM DISTRICT
(As Per Kerala Rationing Order)
Code Number : C.R.O. (S)
1101000289
HEAD OF FAMILY : SALEEM M.
ADDRESS : 259/31, CHAKA THIRUVANANTHAPURAM CORPORATI
UNITS ALLOTED : 6 (SIX)
INCOME OF FAMILY (As Declared) : 2000
DATE OF ISSUE : 01/01/2002
E | LPG | APL
A.R.D.: 162
SPECIMEN
Sign. Of TSO / CRO

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকসভায় কেন্দ্রীয় ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ২৪-টি রাজ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেশন কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ১৩-টি রাজ্যে খাদ্যশস্য বন্টন করা হচ্ছে অনলাইনে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেশন কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, বিহার, চন্ডিগড়।, ছত্তিশগড়।, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ, দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মিজোরাম, পুডুচেরি, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং ত্রিপুরায়। এই প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৮৬ শতাংশ রেশন কার্ড তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অনলাইনে খাদ্যশস্য বরাদ্দ সাঙ্গ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্ধ্রপ্রদেশের ১১-টি জেলায়, বিহার, ছত্তিশগড়, দিল্লি, গোয়া, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়শিা, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানায়।

দেশের থানাগুলির আধুনিকীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যগুলিতে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ প্রকল্পের মূলে রয়েছে পুলিশের পরিকাঠামোগত বিকাশ সম্ভব করা। প্রকল্পের পরিকল্পিত তালিকায় রয়েছে পুলিশ থানা, দপ্তর ও আবাসনগুলির উন্নয়নসাধন করা। পুলিশ পরিকাঠামোর অন্য কয়েকটি বিষয় যেমন সহজে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ, কম্পিউটারাইজেশন, অপরাধ বিজ্ঞান ও মেগাসিটিগুলিতে প্রহরার বিষয়গুলি অপরিকল্পিত ব্যয়ের তালিকায় ধরা হয়েছে। ২০১৫ -১৬ অর্থবর্ষের পরিকল্পিত ব্যয়ের খাতে কোন তহবিল রাখা হয়নি। প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্যের। সেইজন্য প্রকল্পের মধ্যে বাহিনীর ভবন নির্মাণের তহবিল ধরা হয়নি। গুরুত্ব অনুযায়ী রাজ্য সরকার নিজেদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য পুলিশ থানার আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর করে। পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হলেও, কেন্দ্র সবরকমভাবে রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে সহায়তা করবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে ৮৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই তহবিল ২০১১ -১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবর্ষেও কাজে লাগিয়ে পুলিশ থানা ও আবাসন নির্মাণ করা হয়েছে। আজ লোকসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হরিভাই পার্থিভাই চৌধুরি এই তথ্য জানান।

পশ্চিমবঙ্গে যোগচর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বহু স্বশিক্ষিত যোগ শিক্ষক রয়েছে। তবে, রাজ্যে নথিভুক্ত যোগ বিশারদদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। বর্তমানে যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি চর্চা ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কোন কেন্দ্রীয় আইন নেই। তবে, ২০০৬ সালে আয়ুষ মন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলিকে ন্যাচারোপ্যাথির চর্চা, শিক্ষা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে বলে। ন্যাচারোপ্যাথির প্রতিষ্ঠানগুলি নথিভুক্তকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজ্যগুলিকে সুপারিশ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্য নির্দেশ পালন করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সারা দেশে ২০৩৪ জন নথিভুক্ত ব্যক্তি যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি চর্চা করছেন। তামিলনা।ুতে এই সংখ্যা সর্বাধিক ৭৫১ জন এবং তারপর রয়েছে কর্ণাটক ৬০৯--জন এই পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন। আজ রাজ্যসভায় লিখিতভাবে এই তথ্য জানান আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী শ্রীপাদ যশো নায়েক।

ঐতিহ্যবাহী কলেজ

বিশেষ প্রতিনিধি : দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, কিছু কিছু কলেজকে 'ঐতিহ্যবাহী কলেজ'-এর স্বীকৃতি দিতে একটি কর্মসূচি চালু করেছে। একশ বছরের পুরনো কলেজগুলি এই কর্মসূচির আওতায় আসতে পারে। এ ব্যাপারে বিশদ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওয়েবসাইট http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4170650_Guidelines-for-Heritage.pdf -এ পাওয়া যাবে। ঐতিহ্যবাহী স্বীকৃত কলেজগুলির জন্য ২,৫০৫.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের ১৯টি কলেজ এ ধরণের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুটি কলেজ রয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচটি কলেজের জন্য প্রস্তাব গিয়েছিল। রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি এ তথ্য জানান।

স্কুল-কলেজে যোগশিক্ষার চল

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাস্থ্যশিক্ষার একটি পাঠ্য বিষয় হল যোগাসন এবং প্রত্যেকটি সি.বি.এস.ই. স্কুলে দৈহিক ব্যায়ামের ক্লাসে যোগাসন করানো হয়। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শরীর শিক্ষার পাঠ্যসূচির মধ্যেও যোগাসন রয়েছে। দ্বাদশ পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ক্রী।। পরিকাঠামো গঠনের সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী , স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শারীরিক সুস্থতার প্রত্যেকটি কোর্সে যোগাসনের ওপর পাঠ্য বিষয় থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এটি জানিয়েছে। তবে, সংবিধানে শিক্ষা বিষয়টিকে যুগ্ম তালিকায় রয়েছে এবং রাজ্য সরকারি বিদ্যালয়গুলি রাজ্যের সুপারিশ অনুযায়ী পাঠ্যক্রম মেনে চলে। আজ রাজ্যসভায় লিখিতভাবে এই তথ্য জানান আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী শ্রীপাদ যশো নায়েক।

আমলাই-তে নীচু জাত অজুহাতে উন্নয়ন হয়নি

যাওয়া আসার পথে পথে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

এক বৃদ্ধা ঘরের দাওয়ায় ঝাঁট দিচ্ছিলেন। বাড়িটা রাস্তার ওপর। জিজ্ঞেস করলাম, পটুয়া পাড়াটা কোন দিকে? কোনো উত্তর নেই। ভাবলাম, শুনতে পাননি। আবার জানতে চাইলাম। মুখ না তুলে উত্তর দিলেন, পটুয়া পাড়া এখানে নেই। বুঝলাম, পুরোপুরি ভুল রাস্তায় চলে এসেছি। একজন মহিলা পুকুরে কাপড় কাচছিলেন। কাপড় কাচা বন্ধ করে তিনি বললেন, কোন পাড়া বললেন? বললাম,

– পটুয়াপাড়া।

– বেদে পাড়ার কথা বলছেন তো? তিনি জানতে চাইলেন।

– হ্যাঁ। হাত দেখিয়ে দূরের একটা পাড়া দেখালেন। খানিকটা ভরসা পেলাম। নাহলে তো এখন অনেক ভোগান্তি ছিল।

ভরতপুর থেকে পিচ রাস্তার পর এই পর্যন্তই মোরাম রাস্তা ছিল। এর পর শুরু হল মাটির রাস্তা। কোথাও কোথাও তাও নেই। পুকুর পাড় দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছি। যেকোনও সময় পা হড়কে পুকুরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। রাস্তার ওপর যে কুকুরটা শুয়ে ছিল, সে অবশ্য নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকল। রাস্তা ছাড়ল না। পুকুরের ধার ঘেঁষে এগোলাম। হরিজন পাড়া থেকে বাগ্দী পাড়ার রাস্তাটা মোরাম হয়নি। এর মাঝেই পটুয়া পাড়া। একজন বললেন, 'হরিজন, বাগ্দী, পটুয়াদের যাতায়াতের রাস্তাটাই তেমন ছিল না, তা আবার মোরাম হবে! নীচু জাতদের কথা আর কে ভাবে বলুন?' মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থেকে ভরতপুর ২ নম্বর ব্লকের আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রাম আমলাই-এর রাস্তা আট কিমি। ভরতপুর যেতে সালার কান্দি রাস্তায় বাস ধরতে হয়।

গ্রামে ঢোকার মুখে জোর চিৎকার শুনলাম। চিৎকারের দিকেই এগোলাম। দেখলাম, লুঙ্গি-পাঞ্জাবী কোঁকড়ানো চুলওয়ালা বয়স্ক একজন বেশি চেঁচাচ্ছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম,

– এখানে রাঘুবাবু কে আছেন?

– কেন বলুন তো ?

– একটু কথা ছিল।

– কী কথা?

– বসতে পেলে কথা বলতে সুবিধা হয়। অনেকক্ষণ হাঁটার পর, বসার বাসনায় প্রস্তাবটা দিলাম।

– চলুন, আমিই রাঘুগোপাল।

একটা পাকার বাড়ির সামনে কয়েকটা চেয়ার পাতা হল। রাঘুগোপাল পটুয়া গানের শিল্পী এবং গানের শিক্ষক। 'ছোটো বেলায় বাবার কাছে পট আঁকা শিখেছিলাম, পটের গানও গাইতাম। চলল না। ছেড়ে দিয়ে গানের মাস্টার হয়ে গেলাম। গান গাইতে এবং শেখাতে জেলার অন্যান্য জায়গায়ও যাই।' বলার পর রাঘু জোরে একটা শ্বাস নিলেন।

তাঁর এক ছেলে নীহার অবশ্য পট দেখাতে গ্রাম ছেড়ে বহু দূর চলে যান। নীহার আঁকেন এবং গান করেন। নাতি পলাশ পট আঁকায় হাত পাকাচ্ছে। সে কান্দি রাজকলেজে সংস্কৃত অনার্স পড়ে। রাঘুগোপালের এক ছেলে উৎপল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। তিনিও গানের শিল্পী। বেশিরভাগ সময় লোকসঙ্গীত করেন। কিন্তু পটের গান করেন না।

– কেন পটের গান করেন না? জানতে চেয়েছি।

– পটের গান চলে না, তাই করি না।' এই মত উৎপলের। তিনি আরো বলতে থাকেন, 'পটের গান যদি চলত তবে কি মানুষ পট দেখানো বন্ধ করত?'

রাঘুবাবুর সামনে ভিড়টা ক্রমশ বাড়তে থাকে। নানা বয়সের মানুষ এসে জড়ো হচ্ছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা। এদের মধ্যে আঠার বছরের কম কত জন মহিলার বিয়ে হয়েছে জানতে চাই। আরো জানতে চাই শেষ কার বিয়ে হয়েছে? কত বয়সে? লাজুক হেসে শোভনা পটুয়া বলেন – আমার। ১৫ বছর বয়সে। শোভনা এখন বছর ১৯-২০ হবেন। কম বয়সে কেন বিয়ে করতে নেই, এঁরা তা জানেন। জানেন শোভনার মা উজ্জ্বলীও (৪২)। 'তাও বিয়ে দিচি। লেখাপড়া ছেড়ে ঘরে বসিয়ে রেখে কী করব?' নিরক্ষর উজ্জ্বলীর সাফ কথা। মেয়েকে অবশ্য ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়িয়েছেন। শোভনার কোলে এক বছরের একটি শিশু। ওর সব টিকা হয়েছে কিনা জানতে চাই। টিকার কাগজটা ঘর থেকে আনতে পাঠান একজনকে।

এখানেই দেখা হয় বীরভূমের ষাটপলসার বাঁকু পটুয়ার ছেলে বরুণ পটুয়ার সঙ্গে। বরুণকে খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম। তখন বাঁকু পটুয়ার খুব নামডাক। তিনি তো আমেরিকা, লন্ডন বহু জায়গায় গিয়েছিলেন। বাঁকু বাবু বেশ কয়েকবছর হল মারা গিয়েছেন। বরুণের শ্বশুর বাড়ি এই পাড়ায়। তিনি নারী নির্যাতন ও কলিকালের কাহিনী নিয়ে পটের গান শোনাতে বসেন। ভিড়টা বেশ জমে যায়। নানা বয়সের পুরুষ মহিলা বরুণের গান শুনছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মাটিতেই বসে পড়েছে। এদের চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে।

রাস্তা না থাকায় বর্ষার সময় এলাকার এই বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না। পাড়ায় একটা সরকারি নলকূপ। বোরো চাষের সময় জলস্তর নেমে যায় বলে, সেই কলও অচল হয়ে যায়। অনেকে লোকদ্বীপ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুতের সুযোগ পাননি। কারোর কারোর রেশন কার্ড নেই। কেউ কেউ বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার করেছেন নিজেরাই। করোর কারোর বাড়িতে পঞ্চায়েত শৌচাগার বসিয়ে দিয়েছে। বেরনোর সময় রাঘুগোপাল বলেন, 'যখন এলেন, তখন ডিস্টার্ব ছিলাম। জায়গা জমি নিয়ে একটা গোলমাল চলছিল। কথা বলে এখন মনটা ভাল হয়ে গিয়েছে।'

আঙ্গলিকী

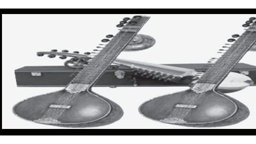

পুস্তক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ জুলাই ডিভাইন ডেস্টিনেশনের উদ্যোগে বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল এবং আরও অনেক বিদগ্ধ গুণীজন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রোটারিয়ান বিমল পাল। প্রথমে দেশ বিদেশের প্রতিবন্ধী গুণীজন স্বমহিমায় নিজ দেশের নাম কিভাবে উজ্জ্বল করেছেন তার উপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এরপর ছাত্রছাত্রীদের যোগাসন প্রদর্শিত হয়। এর সঙ্গে দুই ডাক্তার আরএন সাঁতরা ও পিকে প্রমাণিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া দুঃস্থ ছাত্রদের পুস্তক দেওয়া হয়। জাতীয় সঙ্গীত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ঘুটিয়ারী শরিফের 'মক্কা পুকুরে' হাজার হাজার ভক্ত ফুল ভাসালেন

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুটিয়ারী শরিফের মোবারক গাজীর মাজার বা দরগাকে কেন্দ্র করে ঢল নামলো হাজার হাজার মানুষের। প্রতি বছরের মতন এ বছরও গাজী বাবার আবির্ভাব দিবস ১৭ শ্রাবণ উপলক্ষে বসেছে বিশেষ মেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ পবিত্র মক্কা পুকুরের জলে ফুল ভাসিয়ে নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণ করে থাকেন। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ। ক্যানিং ১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, সওকাত মোল্লা প্রমুখ। জেলা সভাধিপতি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাজার সংস্কার হয়েছে। এই মাজারে শুধু রাজ্য নয়। দেশ বিদেশ থেকে বহু মানুষ আসেন। মাজার সংলগ্ন দেড় কিমি রাস্তা কংক্রিটের পাকা ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেচ দফতর এখানে ব্রিজ নির্মাণ করেছে।

বই প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

দিপা কর্মকার

গত ২৬শে জুন কলেজ স্ট্রিটের ইউ.এন.ধর গ্যালারিতে স্বনামধন্যা সাহিত্যিক ও চিত্রপরিচালক শতরূপা স্যানালের আহ্বানে এক ঘরোয়া আমেজে কবিতা ও গানের আসর বসেছিল।এই বৈঠকী আড্ডায় শতরূপা স্যানালের স্বরচিত দুটি কবিতার বই যথা সোয়া ডজন ছড়া' এবং ছড়ানো ছিটানো' ও প্রদীপ ঘোষের লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল।

এরপর কবিতা পাঠ, লোকগীতি, বাউলগীতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূরের মূর্ছনায় এই সন্ধ্যা আসর জমে উঠেছিল।

পশ্চিম পুঁটিয়ারির মাসিক সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৩ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতিতে জমে উঠল সংগঠনের মাসিক সাহিত্য সভা। সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সন্ধ্যার আসরে সকলকে স্বাগতঃ জানালেন। দেবযানী সমাদ্দারের উদ্বোধনী রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে আসরের শুরু। এদিন যাঁরা গানে গানে আসরকে 'সুরের জলসায়' সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন মিনু প্রধান (রাগমিশ্রিত আধুনিক গান), দেবাশিস মল্লিক ('হেমন্ত মগ্নস্থ' রবীন্দ্র সঙ্গীত), শান্তনু মিত্র ('ও নদীরে'... অনবদ্য পরিবেশন) প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠে আসরকে 'কাব্যময়' করে তুললেন গনেশ সরকার (পাঁচালি ধরনের গান সমৃদ্ধ কৌতূকময় কবিতা), তারাশঙ্কর দত্ত (কবিতার নাম 'টাপুর টুপুর'), বিনয় দত্ত (হাল্কা মেজাজের কবিতা 'শীতবুড়ি'), সুজিত দেবনাথ (মরমী কবিতা 'স্বপ্নের মুখোমুখি'), নিতাই মৃধা (হৃদয়স্পর্শী কবিতা 'কথা দিয়েছিলে'), বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার (সংগ্রামী চেতনা সমৃদ্ধ কবিতা), লীলা শীল (অতি তেজস্বী রচনা) প্রমুখ। আলাদা করে নাম করতে হয় কবি হেনা ধরের; যাঁর 'ফেলে আসা দিন' কবিতাটি বিমর্ষতায় সিক্ত, হৃদয়ের হাহাকার তোলা রচনা– অনবদ্য সৃষ্টি।

এদিন সুকুমার মণ্ডল শোনালেন তাঁর গল্প 'আকালের খোঁজে'। গল্পটা শুরু হল রম্যরচনার ভঙ্গিতে। শেষে শ্রোতাকে পৌঁছে দিল সে 'কান্নার ভুবন ডাঙার মাঠে'। গ্রামে রাজনৈতিক সভাকে কেন্দ্র করে গ্রামের অভাবী মানুষের আশা–নিরাশার এক অসাধারণ শব্দ চিত্রায়ণ... আবার 'রাম' (অথবা ড্রিঙ্ক'!) রম্য রচনা পাঠের মাধ্যমে গল্পকার দেবপ্রিয় দে যেন কৌতুকের লহরী তুললেন আসরে। ভাল লাগলো জেএন রায়ের অনুগল্প। সন্তোষ সরকারের 'মাসিক ঐতিহাসিক দিনপঞ্জী' পরিবেশনে এদিনও অনেক বিশেষ বিশেষ দিনের কথা জানা গেলো। জাদুকর সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন জাদু ইতিহাস সমৃদ্ধ কাহিনী 'মাদারি কা খেল'। প্রদীপ গুপ্ত এদিন তাঁর মূল ক্ষেত্র কবিতার প্রান্তর পেরিয়ে শোনালেন মনোগ্রাহী গল্প। সব শেষে বলি, সুনীল গুহর কবিতা 'বাংলা–টাংলা' ভাল লাগলো। তবে কবিতার নামটার জন্যে খটকা লাগলো – কারণ 'বাংলা–টাংলা' বললেই কবি অপূর্ব দত্তর বিখ্যাত কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়।

যথারীতি আসরের আহ্বায়ক সুকুমার মণ্ডল চা–জলযোগের ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেননি... এদিন আলাদা কোনও বক্তব্য রাখলেন না সঞ্চালক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। তবে বিভিন্ন জনের পাঠ নিয়ে অতি পঠনমূলক আলোচনায় আসরকে করলেন উজ্জ্বল। আসর ভাঙলো রাত্রি ৯টা ছুঁয়ে।

''ঊষারানি দাস কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ট্রাস্ট''–এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২০১৫

ইন্দ্রজিৎ আইচ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপুর গ্রামে সুভাষপল্লীতে ''ঊষারানি দাস কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ট্রাস্ট'' অবস্থিত। ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ শিবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চদশ বাৎসরিক অনুষ্ঠান। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ট্রাস্ট জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশে সর্বদা কাজ করে চলেছে। ট্রাস্টের সভ্যবৃন্দ বৈদ্যনাথ দাস, পঙ্কজ সরকার, প্রভু সারথী কৃষ্ণ দাস প্রমুখ ব্যক্তির সহযোগিতায় 'ইমন মাইস সেন্টার' এর ধীরাজ হাওলাদার এর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হল

সময়োপযোগী কয়েকটি মূকাভিনয়। এক কথায় যা দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। এছাড়া মছলন্দপুর ''মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমি''র প্রধান উত্তম কুন্ডু পরিচালনা করলেন একটি অনবদ্য ক্যারাটে প্রদর্শনী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন দেবাশিস হালদার। প্রসঙ্গত, সমস্যা জর্জরিত এই দুটি সংস্থার কাজ সমাজের পিছিয়ে পড়া অতি সাধারণ ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। আর এদের সর্বোতভাবে সাহায্য করছেন ''ঊষা রানি দাস কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ট্রাস্ট''।

আবৃত্তি মহলে সাড়া জাগিয়েছে সুজয় রায় চৌধুরীর আবৃত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটবেলায় মাত্র ৫/৬ বছর বয়স থেকে তার আবৃত্তির জগতে আসা।

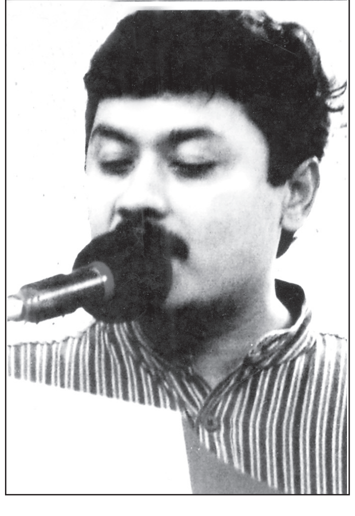

উৎসাহ জুগিয়েছিলেন বাবা সমর রায় চৌধুরী ও মা গায়ত্রী রায় চৌধুরী। এই দুজনেই ছিলেন আবৃত্তি শিল্পী। কথা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সুজয় রায় চৌধুরী জানালেন ছোটবেলায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর কণ্ঠে উদাসীন, শঙ্খ, আফ্রিকা, মেঘলাদিন রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তিগুলো শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। পরবর্তী সময় মন ছুঁয়ে গিয়েছে প্রদীপ ঘোষ শম্ভু মিত্র, গৌরী ঘোষের আবৃত্তি। পরবর্তী সময় আবৃত্তি শিখেছেন এ সময়ের জনপ্রিয় আবৃত্তিকার ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়–এর কাছে। আবৃত্তি নিয়ে নানা সহযোগিতা পেয়েছেন রবীন্দ্র গবেষক অরুণাম লাহিড়ীর কাছে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ভাবনা থেকে পথ হারালাম দুর্বাদলের পথে অনন্য থেকে হে অভিসারিকা, আটলান্টিস মিউজিক থেকে মধুময় পৃথিবীর ধূলি, রবীন্দ্র কবিতা এলে তুমি ঘন বরসায় ও রিভাইভ টিউন থেকে এ বছর বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে ''রক্ত আগুন পাখি''।

সম্প্রতি রাগা থেকে প্রকাশিত হল সুজয় রায়চৌধুরীর রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি ''তোমার আহ্বানবাণী'' এই সিডিতে ১২টি কবিতা রয়েছে। সুজয়ের চর্চিত ও ভরাট কণ্ঠে ভাল লাগে শুনতে প্রবাহিনী, পথবর্তী, চাই গো তোমারে চাই, অন্তরতম, প্রাচী, ব্রাহ্মণ, বিস্ময়, ছন্দোমাধুরী, গোধূলি, আশঙ্কা, দুর্দিন, অশেষ, বাপ্পা সেনগুপ্তর আবহ মন্দ নয়। সিডির দাম ৭৫ টাকা।

পান্ডুলিপির বইপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ জুলাই শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাঘরে বিকেল প্রায় ৫ টা নাগাদ পান্ডুলিপির পক্ষ থেকে আয়োজিত হয়েছিল গ্রন্থপ্রকাশের একটি নাতিদীর্ঘ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মাননীয় অতিথিবৃন্দ যথা বিশিষ্ঠ চিত্র পরিচালক রাজা সেন, চিত্র পরিচালক ও লেখিকা শতরূপা সান্যাল, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুনন্দা মুখার্জী,সংগীত শিল্পী সঞ্চারী চক্রবর্তী,সাহিত্যিক কঙ্কাবতী দত্ত এবং লেখক ও অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমেই উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দরা একে একে আসন গ্রহণ করলেন। সংগীত শিল্পী সঞ্চারী চক্রবর্তীর কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘটে।এরপর তামিলভাষী সংগীত শিল্পী উপস্থিত সকলকে একটি রবীন্দ্রসংগীত উপহার দেন যা এক কথায় অনবদ্য ও প্রশংসনীয়।

এরপর সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ গ্রন্থপ্রকাশনা পর্ব শুরু হয়। পান্ডুলিপি প্রকাশনার পক্ষ থেকে যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তা হল– প্রশান্ত দাসের স্বর্গের ঠিকানা', শুভেন্দু দে সরকারের নদিয়ার কথা', গৌতম কুমার মন্ডলের সহজ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং', মহুয়া সেনের গানের সহজপাঠ', জয়দেব মণির নির্বাচিত সেরা গান ও স্বরলিপি' ও আরও অনেক।

এই সন্ধ্যা অনুষ্ঠানকে সুদক্ষ ও সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনা করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুতপা দত্ত। অনুষ্ঠানের সভাপতি তথ্য ও জনসংযোগের প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রী শ্যামল বিশ্বাস,উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংস্কৃতি বিজড়িত সন্ধ্যায় এমনিতে প্রাণবৎসল আমেজ তৈরি হয়েছিল কক্ষ জুড়ে। যাতে একই মনন এবং বাতায়নের মধ্যে বিচরণ করছিলেন বিভিন্ন বয়সীরা। তাদের মধ্যে প্রবীণদেরও উপস্থিতি নজর কেড়েছিল।

ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের সচ্ছ সচেতনতার নাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার বিষয়ের উপর পুতুল নাচের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই নাটকের মূল বিষয়। ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের পরিবেশনায়, ভারত সরকারের সূচনা ও প্রসারণ মন্ত্রালয়, সঙ্গীত এবং নাটক বিভাগের সহযোগিতায় পুরুলিয়ার

গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে পুতুলের নানান মজার অনুষ্ঠান কথাবলা পুতুল, পুতুল নাচ ও পথ নাটিকা–''মেয়েরা যখন মা হয়'' কাহিনী ও নির্দেশনা দিলীপ মণ্ডল। এই নাটিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে মেয়েদের লেখাপড়া, স্বনির্ভর করা এবং উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া। উপযুক্ত বয়সে যেন মা হয়। মা হবার আগে ও পরে শারীরিক সমস্যার কিভাবে সমাধান ও যত্ন নিতে হবে এইটাও তুলে ধরা হয়েছে এবং কন্যা সন্তান বাঁচাও, কন্যা সন্তান পড়াও ঝালদা ১ ও ২ নং ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় স্বচ্ছ ভারত নিয়ে পুতুল নাচ এবং হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার বিষয়ে পুতুলের নাটক পরিবেশিত হয়। এই পুতুলের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় কথাবলা পুতুল, দস্তানা পুতুল, জাপানি বুনরাকু পুতুল, মানব পুতুল ও মুখোশ। সমগ্র অনুষ্ঠানগুলি ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের ট্রুপ লিডার নিখিলেশ সরকার পরিচালনা করে। সহযোগিতায় পুরুলিয়া ১ ও ২ নং ঝালদা ব্লকের বিডিও।

আতসবাজী ব্যবসায়ীদের সভা

দীপক ঘোষ : আতসবাজী শ্রমিক কর্মচারী ও ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ৩১ জুলাই ভারত ভবন দৌলতপুরে এক প্রশাসনিক সভা হয়। বাজী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় দু' হাজার মানুষের উপস্থিতি সুকদেব নস্কর বলেন এই শিল্প থেকে ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ভ্যাট হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে। এছাড়া লাইসেন্স বাবদ টাকা জমা দিয়ে আমরা ব্যবসা করি। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ আমাদের ভাল নজরে দেখে না। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, কাউন্সিলর সুকান্ত বেরা, রেখা মালি নস্কর, বজবজ মহেশতলা থানার অফিসার ছাড়া সরকারি প্রতিনিধি অনিমেষ প্রামাণিক ও জগনন্দ মণ্ডল আরও অনেকে। উপস্থিত বক্তারা বলেন বে–আইনি শব্দবাজী তৈরি করা যাবে না, শিশু শ্রমিককে দিয়ে কাজ করান যাবে না। এবং বাজির আগুন থেকে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া আগুন থেকে বড় বড় দুর্ঘটনার কথা প্রশাসনিক কর্তারা স্মরণ করিয়ে দেন উপস্থিত কর্মচারীদের। শুকদেব নস্কর উপস্থি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

সত্যমেব জয়তে

নাট্যশিল্পীদের জন্য আর্থিক অনুদান প্রকল্প

পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ, অবসরপ্রাপ্ত ও শারীরিকভাবে অক্ষম শিল্পী বা কলাকুশলী, যাঁরা দীর্ঘকাল এই রাজ্যের নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় রয়েছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারেন।

যাঁরা যাত্রা বা অন্য কোন শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের এখানে আবেদনের দরকার নেই। নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বয়ানে উপযুক্তভাবে লিখিত তথ্য ও শংসাপত্র যুক্ত করা আবেদনই গ্রাহ্য হবে। অসম্পূর্ণ বা নথিপত্র ছাড়া দাখিল করা দরখাস্ত বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

যাঁরা নাট্য আকাদেমির এই অনুদান প্রকল্পে ইতিপূর্বে বিবেচিত হয়েছেন তাঁদেরকেও উপযুক্তভাবে নথিপত্র সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

মাসিক আয় সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী শিল্পী বা কলাকুশলীকে লোকসভার সদস্য/বিধানসভার সদস্য/পৌরনিগমের আধিকারিক/পৌরপ্রধান/জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অথবা 'ক' শ্রেণিভুক্ত সরকারি আধিকারিকের শংসাপত্র জমা দিতে হবে।

নিম্নলিখিত তথ্যাবলি ও এক কপি ফটোসহ সাদা কাগজে ফর্মের আকারে নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে (নমুনা ফর্মের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের জেলা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।)

১) নাম (বাংলা ও ইংরেজি হরফে), ২) ঠিকানা (জেলা, মহকুমা ও ফোন নম্বর লিখতে হবে) ৩) কতদিন নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (সংশ্লিষ্ট নাট্যদলের বা পরিচালকের শংসাপত্রসহ), ৪) বয়স (কোন নথির প্রত্যায়িত নকলসহ), ৫) বর্তমান মাসিক আয় (উপযুক্ত শংসাপত্র যুক্ত করতে হবে), ৬) বি.পি.এল কার্ড এর নম্বর (যদি থাকে ফটোকপি জমা দিতে হবে), ৭) অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে অনুদান বা ভাতা পেয়ে থাকলে তার বিবরণ, ৮) ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে কোনো অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ, ৯) পারিবারিক আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে সেই আয়ের পরিমাণ এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত, ১০) ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক) নামের বানান (ইংরাজী), খ) ব্যাঙ্কের নাম, গ) ব্যাঙ্কের শাখা, ঘ) IFS Code (ব্যাঙ্কের শাখার), ঙ) ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ১১) আবেদনকারীর হলফনামা : উপরে উল্লিখিত তথ্যাবলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, ১২) আবেদনকারীর স্বাক্ষর।

আবেদনপত্রটি সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে অথবা সরাসরি সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা–৭০০০২০ (দূরভাষ : ০৩৩–২২২৩৪৭৮৬) ঠিকানায় জমা দেওয়া যাবে। সবক্ষেত্রে নাট্য আকাদেমি ভবনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১ আগস্ট '১৫ যে কোনো ক্ষেত্রেই তথ্য যাচাই করার বা অনুসন্ধানের অধিকার সরকারি কর্তৃপক্ষের থাকবে।

৮৯২(৬)/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/০৪.০৮.১৫

Advertisement

Walk-in-interview for engagement of six Guest Teachers for the subjects English, Bengali, History, Geography, Science & Mathematic and one Group – C and two Group – D staff for each of three Integrated School viz (i) Namkhana Integrated School (English Medium) at Darikanagar under Namkhana Block under Kakdwip Sub-Division, South 24 Parganas (ii) Sagar Integrated School (Bengali Medium) at Haradhanpur (Kamalpur) under Sagar Block under Kakdwip Subdividision , South 24 Parganas (iii) Canning Integrated School (Bengali Medium) at Matla – I under Canning – I Block under Canning Sub-Division, South 24 Parganas scheduled to be held on 20.08.2015 and 26.08.2015 respectively for the schools under Kakdwip Sub-Division and Canning Sub-Division.

The interview for Guest Teachers will be held from 11.00 a.m. and for the Group-C Staff at 1.00 p.m. and for the Group – D staff at 2.00 p.m.

Qualification for engagement of Guest Teacher in retired teacher of Govt./ Govt. sponsored/Govt. Aided school having qualification Hons./PG preferable trained, Pass Graduate preferable trained. Qualification for engagement of Group – C staff retired Govt. employee as L.D.A/U.D.A Qualification for Group-D staff retired Govt. employee as Group – D staff.

For details contact with nearest BDO/Municipality/Sub Inspector of Schools or website-www.s24pgs.gov.in.

Sd/
District Inspector of Schools (SE)
South 24 Parganas

৮৮৩(২)/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/০৩.০৮.১৫

শান্ত মেসির রুদ্ররূপ, হতভম্ব ফুটবল বিশ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেজাজ হারালেন লিওনেল মেসি। ন্যু ক্যাম্পে এক প্রদর্শনী ম্যাচে এ-এস রোমার বিরুদ্ধে ম্যাচে একেবারে স্বভাববিরুদ্ধভাবে মেজাজ হারিয়ে বিপক্ষ ডিফেন্ডারকে মাথা দিয়ে গুঁতো মারলেন, গলা টিপে ধরলেন বার্সেলোনার তারকা এই ফুটবলার। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে হঠাৎই দেখা যায় রোমার ফরাসি ডিফেন্ডার ইয়াঙ্গা-মবিওয়া মেসিকে কিছু একটা বলেন। তারপরই মেসি গলা টিপে ধরেন রোমার এই ডিফেন্ডারকে। এরপর কথা কাটাকাটি হলে তাঁর মাথা দিয়ে গুঁতো মারেন ইয়াঙ্গাকে। ইয়াঙ্গাও অবশ্য মাথা চালিয়েছিলেন।

প্রদর্শনী ম্যাচের মাঝে এইরকম অচেনা ছবি দেখে দুই দলের ফুটবলারই অবাক হয়ে যান। রেফারি দুজনকেই হলুদ কার্ড দেখেন। হলুদ কার্ড দেখার পর মেসি গোলও করেন। ম্যাচে বার্সেলোনা জেতে ৩-০ গোলে। নেইমার দলের পক্ষে প্রথম গোলটি করেন। মেসি করেন দ্বিতীয় গোল। তৃতীয় গোলটি করেন ক্রোয়েশিয়ার ইভান রেকটিচ।

মরসুমের শুরুতেই মেসির মেজাজ হারানো নিয়ে সবাই অবাক। মেসিকে এর আগে কেউ এতটা রেগে যেতে দেখেননি। জল্পনা শুরু হয়েছে রোমার ডিফেন্ডার কী এমন বললেন বা করলেন যাতে ফুটবলের রাগ একেবারে সপ্তমে উঠল। এমনিতে শান্ত বলে পরিচিত মেসি এভাবে উগ্রচন্ডী হয়ে ওঠায় পুরো ফুটবল বিশ্ব হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে।

তিরন্দাজিতে নয়া রেকর্ড ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোপেনহেগেনে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন রজত চৌহান। বিশ্ব তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে ব্যক্তিগত বিভাগে পদক জিতে নজির গড়লেন তিনি। কম্পাউন্ড বিভাগের ফাইনালে রুপো জিতলেন ২০ বছরের ভারতের এই তিরন্দাজ। হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় ডেনমার্কের স্টিফেন হানসেনের কাছে হেরে রুপো জিতলেন রজত। গতবছর এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন তিনি। এর আগে দুহাজার এগারো সালে মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতে যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত বাণ বা তির। রাম-রাবনের যুদ্ধ হোক বা অর্জুন-কর্ণের লড়াই সবেতেই তির ছিল মধ্যমণি। সেই গরিমা বজায় রেখে ভারত আবার তিরন্দাজিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল রজত চৌহানের এই খেতাব। আগামী দিনে অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসের মতো বড় আসরেও যাতে সে বাজিমাত করতে পারে সেই আশাতে দিন গুনছে দেশবাসী। এদিকে রজত চৌহানের

মহিলাদের দলগত রিকার্ভ বিভাগে রুপো জিতেছিল দীপিকা কুমারি, চেকরোভুলো সুরো এবং বম্বেলা দেবি সমৃদ্ধ ভারতীয় দল।

পদকজয়ী ভারতীয় তিরন্দাজ রজত চৌহান কোপেনহেগেনে ইতিহাস সৃষ্টির পর বেশ খুশি ভারতের তিরন্দাজ দল। ভারতের সঙ্গে তিরন্দাজের আলাদা অতীত জড়িত রয়েছে। এদেশের দুটি প্রধান এই সাফল্যে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রক তাদের খুশি প্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে আগামী দিনে ভারতীয় তিরন্দাজদের উৎসাহিত করতে কেন্দ্র প্রচুর নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যা আগামী দিনে ভারতীয় তিরন্দাজ ইতিহাসে মাইলস্টোন হিসেবে গণ্য হতে পারে। রজতের মতো আরও প্রতিভা বিকশিত হতে পারে সামনের ভবিষ্যতে।

প্রাণে বাঁচলেন সুইং সম্রাট আক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম। বুধবার করাচিতে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি ছোঁড়ে দুই অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারী। গুলি লাগে আক্রমের গাড়িতে।

অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন সুলতান অফ স্যুইং'। জানা গিয়েছে, একটি বোলিং শিবিরে যোগ দিতে এদিন গাড়ি করে করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যাচ্ছিলেন ৪৯-বছরের আক্রম। শহরের কর্সাজ অঞ্চলে তাঁর ওপর হামলা হয়।

প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, প্রথমে একটি গাড়ি এসে পিছন থেকে প্রাক্তন বোলারের গাড়িতে ধাক্কা মারে। কী ঘটেছে দেখার জন্য যেই আক্রম গাড়ির বাইরে বের হন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগে তাঁর গাড়ির চাকায়। কপালজোরে বেঁচে যান আক্রম। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় আক্রম বলেন, আমি ঠিক আছি। ওই গাড়ির নম্বর টুকে পুলিশকে দিয়েছি।'

পাক সংবাদসংস্থা জিও নিউজকে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আক্রম বলেছেন, 'বোলিং ক্যাম্পে যোগ দিতে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যাচ্ছিলাম আমি। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাত্‌ই পিছন থেকে একটি গাড়ি এসে আমার গাড়িকে ধাক্কা মারে। পাশে আসার জন্য গাড়িটিকে আমি সিগন্যাল দিই। কিন্তু, গাড়ির চালক ইচ্ছে করে ওভারটেক করে বেরিয়ে যায়। আমি বিরক্ত হয়ে গাড়িটিকে ধাওয়া করি। শেষ পর্যন্ত গাড়িটির রাস্তা আটকে দাঁড়াই। গাড়ির চালকের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখনই পিছন থেকে এক ব্যক্তি নেমে আসেন। তাঁর হাতে ছিল বন্দুক, লক্ষ্য ছিলাম আমি। তখন ট্র্যাফিক বন্ধ ছিল। রাস্তার মানুষজন আমায় চিনতেও পেরেছিলেন। ফলে, সরাসরি আমায় গুলি না করে গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালায় ওই ব্যক্তি। আমি খুবই ভয় পেয়ে যাই।' এর আগে তাঁকে কখনও কোনওরকম হুমকি দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন আক্রম।

প্রাক্তন ক্রিকেটারের ম্যানেজার আরসালান হায়দার জানান, ওয়াসিম নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আক্রমের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দীর্ঘদিন ধরেই নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ হওয়ার সুবাদে কলকাতা শহরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আক্রম। ফলে, দেশের এপ্রান্তে তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। তাঁর ওপর হামলার খবর পেয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শহরবাসী।

দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটারের উপর হামলা। ফুঁসছে পাক-ক্রিকেটমহল। ওয়াসিম আক্রমের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দার ঝড় পাকিস্তান জুড়ে। প্রাক্তন পাক-অধিনায়ক ও তেহরিক-ই-ইনসাফের নেতা ইমরান খান ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এই ঘটনায়। ট্যুইটারে তিনি লিখেছেন, ওয়াসিম আক্রমের গাড়ির উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আক্রম সুস্থ ও অক্ষত রয়েছে জেনে স্বস্তি পেলাম।

সুলতান অফ স্যুইংয়ের উপর আক্রমণের ঘটনায় হতবাক শাহিদ আফ্রিদিও। আফ্রিদির ট্যুইট, আক্রমের উপর গুলিচালনার ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করি। এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত দাবি করছি। হামলাকারীদের সর্বসমক্ষে আনতে হবে সরকারকে।

সিন্ধের মুখ্যমন্ত্রী সঈদ কাইম আলি শাহও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। সিন্ধ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি।

জরিমানা ফকনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : মদ্যপ অবস্থায় ইংল্যান্ডে গাড়ি চালানোর দায়ে ২২ হাজার ডলার (১৪ লক্ষ টাকা) জরিমানা হল অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটার জেমস ফকনারের। একইসঙ্গে আগামী দুই বছরে ইংল্যান্ডে তাঁর গাড়ি চালানোর ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অ্যাসেজ শুরুর আগে ইংল্যান্ডে সীমিত ওভারের কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে এসেছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের অলরাউন্ডার ফকনার। ওই সময়ই গত জুলাইয়ে ফকনারকে মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। অনুমোদিত মাত্রার থেকে প্রায় তিনগুণ মদ্যপান করে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি। ম্যাঞ্চেস্টারের ওয়েস্ট ডিডসবুরিতে তাঁর টয়োটা গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। গত ২ জুলাই এই ঘটনা ঘটে।এই ঘটনাতেই ম্যাঞ্চেস্টারের আদালত ২৫ বছরের এই ক্রিকেটারের ১৪ লক্ষ টাকা জরিমানা ও গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে দু বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

উল্লেখ্য, ওই ঘটনার পর বিশ্বকাপ ২০১৫-র ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফকনারকে ৪ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য ক্ষমাও চেয়েছিলেন ফকনার। একজন ক্রীড়াবিদ বা ক্রিকেটারের এই ধরনের মদ্যপানে রত হওয়া নিঃসন্দেহে ক্রীড়াপ্রেমিদের হতাশ করেছে। বিশেষ করে ফকনারের মতো প্রতিভার এই পরিণতি লজ্জাজনক।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

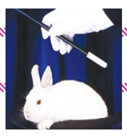

জলছবি

ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস

নানা ছবি জলছবি
ইস্কুল বইখাতা
আসলে সে সব ছবি
ছেলেবেলা ঝরাপাতা।
শৈশব ভ'রে আছে
পুরনো সে কলকাতা
কেঁদেও কি ফিরে পাবে
মুছে যাওয়া স্মৃতিকথা।
আমার নানান শখ
মেটাতেন বড়োপিসি
এখন তারার দেশে
নীলাকাওে আছে মিশি।
একটা কাঠের বাড়ি
স্মৃতি চোখ মেলে চায়
পিসি কন রূপকথা
খোকনের ঘুম পায়।
স্মরণের সরোবরে
ভাসে সে নৌকোখানা
চশমার ফাঁকে দেখি
অশ্রুর আনাগোনা।

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

রহস্যময় ৯-এর জাদু

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুকে কাগজ, কলম দিয়ে বল ১১-র উপরে যে কোনও সংখ্যা লিখতে তোমাকে না দেখিয়ে। মনে করা যাক বন্ধু লিখল '২৭'। (তুমি অন্য দিকে তাকিয়ে আছ)। এরপর তাকে বল তার লেখা সংখ্যাটিকে ৯ দিয়ে গুণ করতে। বন্ধু ২৭কে ৯ দিয়ে গুণ করে গুণফল পেল ২৭X ৯=২৪৩। এবার বন্ধুকে বল, ইংরেজি মাস জানুয়ারির মান হল ১, ফেব্রুয়ারির মান হল ২ আর এইভাবে এগোতে এগোতে ডিসেম্বরের মান হল ১২। অতএব সে ইংরেজি যে মাসে জন্মেছে, তার মানটি আগের গুণফলের সঙ্গে যোগ করতে। মনে করা যাক বন্ধু ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মেছে, অতএব সে গুণফল ২৪৩-এর সাথে ফেব্রুয়ারির মান ২ যোগ করল, যোগফল পেলো ২৪৩+২=২৪৫। বন্ধুকে বল তোমাকে এই যোগফলটা বলতে। বন্ধু বলল '২৪৫'। তুমি এবং বন্ধুর বলা সংখ্যাটির রাশিগুলো মনে মনে যোগ কর, '২+৪+৫=১১ পেলে। আবার ১১-র রাশি দুটি যোগ কর : ১+১=২। এই চূড়ান্ত রাশি ২এর সাথে ৯ যোগ কর : ২+৯=১১। অতঃপর তুমি চূড়ান্ত রাশি ২ আর ২য়ের সাথে ৯ যোগ করে পেলে ১১। তুমি এখন নিশ্চিত ভাবে জানতে পার যে বন্ধুর জন্মমাস হল হয় ফেব্রুয়ারী ২, নয় নভেম্বর ১১। এখন তুমি কি করে জানবে বন্ধু ফেব্রুয়ারি না নভেম্বরে জন্মেছে? খুব সহজ। তুমি মনে মনে বাংলায় 'ফেব্রুয়ারি' আর 'নভেম্বর' শব্দ দুটো যাচাই কর। তুমি দেখবে 'ফেব্রুয়ারি'তে 'য়' আছে, নভেম্বরে 'য়' নেই। তাই একটু যেন চিন্তা করে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর, 'আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, তোমার জন্মমাসের বাংলা বানানে একটা 'য়' আছে, তাই না?' বন্ধু যদি বলে 'হ্যাঁ' তাহলে তুমি জেনে গেলে সে ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মেছে। কিন্তু বন্ধু যদি বলে 'না' তাহলে তুমি জানলে সে নভেম্বর মাসে জন্মেছে। এখন আর তোমার পক্ষে বন্ধুর জন্ম মাস বলে দিতে অসুবিধা নেই।

বিশষ সংযোজন : তোমার রাশি নিয়ে চূড়ান্ত যোগফল যদি ৪ রাশি থেকে ৯এর মধ্যে হয় (মনে কর ৭) তাহলে তুমি বন্ধুকে সোজাসুজি তার জন্মমাস বলে দিতে পারবে। তাকে আর কোনও প্রশ্ন করতে হবে না। অর্থাৎ যদি চূড়ান্ত যোগফল হয় ৭ (উদাহরণ স্বরূপ) তাহলে তুমি জানলে বন্ধু জুলাই মাসে জন্মেছে।

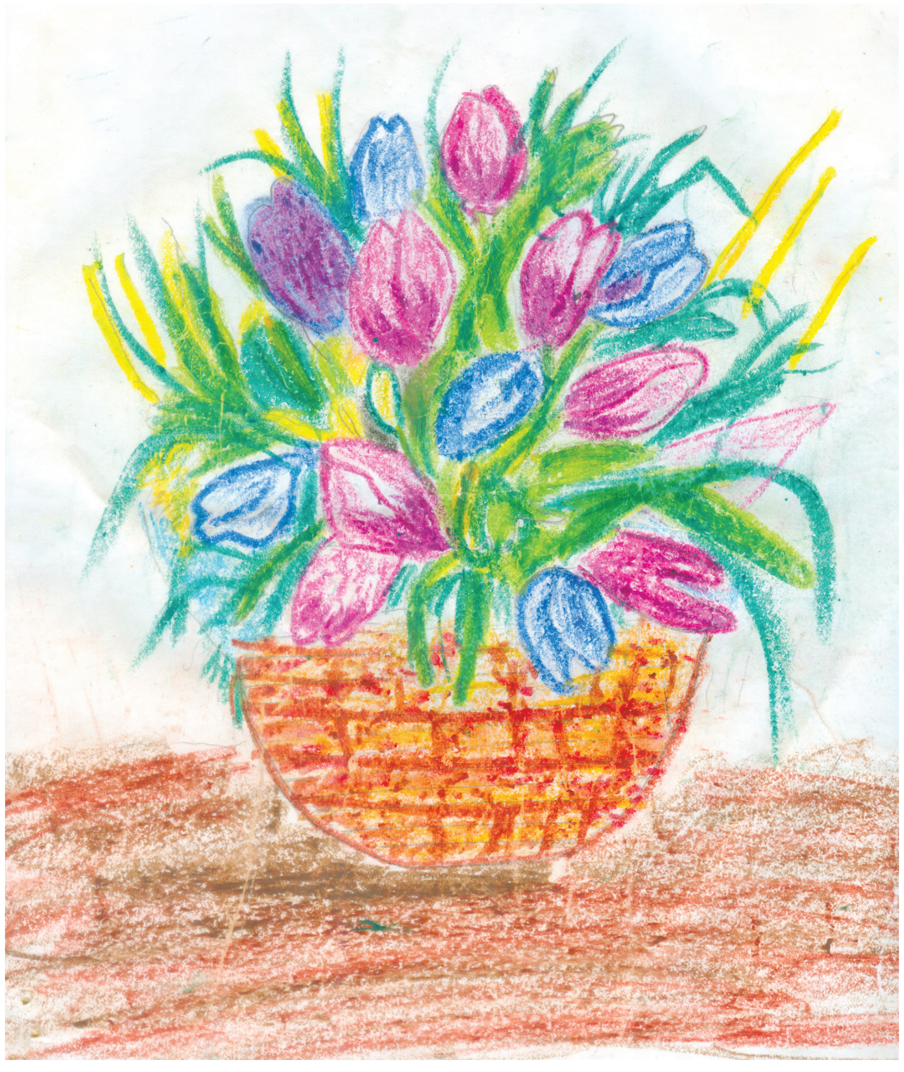

উত্থান মন্ডল, বিবেক নিকেতন, সামালি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com